RNI No. 71057/96

সুন্দরী প্রতিযোগিতার গর্ব মালদার তনিষ্ঠা
পৃষ্ঠা- ৫

Bengali fortnightly newspaper

পূর্বোত্তর

১৯৯৬ সন থেকে প্রকাশিত

www.facebook.com/purbottar
www.purbottar.in

বিজ্ঞপ্তি

আপনাদের গল্প, কবিতা, মৌলিক রচনা আমাদের contact@purbottar.in –এ ই-মেইল অথবা, 7547930235 নাম্বারে হোয়াটস্ অ্যাপ করুন।

বিজ্ঞাপনের জন্য যোগাযোগ করুন- 9775273453

বর্ষ: ২৬, সংখ্যা: ১, কোচবিহার, শুক্রবার, ১৪ জানুয়ারি – ২৭ জানুয়ারি, ২০২২ , পৃষ্ঠা সংখ্যা: ৮
Vol: 26, Issue: 1, Cooch Behar, Friday, 14 January - 27 January, 2022, Pages: 8, Rs. 3

ময়নাগুড়িতে লাইনচ্যুত বিকানের এক্সপ্রেস, একাধিক হতা হত

ময়নাগুড়ি: উত্তরবঙ্গের ময়নাগুড়িতে এক ভয়াবহ ট্রেন দুর্ঘটনায় লাইনচ্যুত হয়েছে পটনা থেকে গুয়াহাটিগামী ট্রেন বিকানের এক্সপ্রেস। ঘটনায় বহু ট্রেনযাত্রীর প্রাণহানি ঘটেছে বলে আশঙ্কা করা হচ্ছে। ১৩ জানুয়ারি বিকালে জলপাইগুড়ি থেকে গৌহাটি যাওয়ার পথে ময়নাগুড়ি ওভারব্রিজের কাছে বিকানের এক্সপ্রেস ট্রেনটি লাইনচ্যুত হয়। দুর্ঘটনার পরেই দুটি বগি কাত হয়ে রেল লাইনের ধারেই উল্টে যায়। জানা গিয়েছে বিকানের এক্সপ্রেসের অন্তত ১২টি কামরা লাইনচ্যুত হয়। ঘটনার খবর পেয়ে সঙ্গে সঙ্গে ঘটনাস্থলে স্থানীয়রা যাত্রীদের উদ্ধারকার্য শুরু করে। আহতদের উদ্ধার করে ময়নাগুড়ি হাসপাতালে এবং জলপাইগুড়ি সদর হাসপাতালে স্থানান্তরিত করা হয়। প্রাথমিক ভাবে জানা গিয়েছে, অন্তত তিন জন এই দুর্ঘটনায় মারা গিয়েছে। দুর্ঘটনায় আহত হয়েছে অন্তত ৫০ জন। তবে হতাহতের সংখ্যা আরও বাড়তে পারে বলে আশঙ্কা করা হচ্ছে। ঘটনাকে কেন্দ্র করে তীব্র চাঞ্চল্য ছড়িয়েছে এলাকায়। ঘটনাস্থলে রেলের আধিকারিক, দমকল বাহিনী পৌঁছে তাদের উদ্ধারের কাজ শুরু করে।

জলপাইগুড়ি সদর হাসপাতাল থেকে অন্তত ৩০টি অ্যাম্বুলেন্স ঘটনাস্থলে পৌঁছোয় বলে জানা যায়। রাজ্য বিপর্যয় মোকাবিলা বাহিনী, দমকল, রেলের উদ্ধারকারী দল, উত্তরবঙ্গ পুলিশের ইন্সপেক্টর জেনারেল, ময়নাগুড়ির পুলিশ সুপার, মাথাভাঙ্গার অতিরিক্ত পুলিশ সুপার, জেলাশাসক মৌমিতা গোদারা বসু ঘটনাস্থলে গিয়ে পরিস্থিতির সামাল দেন। ডাক্তার ও নার্সদের একটি দল সমেত জেলার মুখ্য স্বাস্থ্য আধিকারিকও ঘটনাস্থলে পৌঁছেছেন। জলপাইগুড়ি জেলা হাসপাতাল, উত্তরবঙ্গ মেডিকেল কলেজে আহতদের চিকিৎসার জন্য প্রয়োজনীয় ব্যবস্থা করা হয়েছে যুদ্ধকালীন তৎপরতায়।

স্থানীয় বাসিন্দারা জানাচ্ছেন, এদিন একটি বিকট শব্দ তাঁরা শুনতে পান। এসে দেখেন গুয়াহাটি-বিকানের এক্সপ্রেসের কয়েকটি কামরা উলটে গিয়েছে। ভেতরে আটকে রয়েছেন বহু লোকজন। স্থানীয়রা উদ্ধারকাজে হাত লাগিয়েছে বলে জানা যাচ্ছে। জানা গিয়েছে, ট্রেনটির ছয়টি কামরা উলটে গিয়েছে। ঘটনার খবর নিয়েছেন মুখ্যমন্ত্রী মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়। এদিন দেশের করোনা পরিস্থিতি নিয়ে প্রধানমন্ত্রীর সঙ্গে বৈঠক করছিলেন সমস্ত রাজ্যের মুখ্যমন্ত্রীরা। এই দুর্ঘটনা প্রসঙ্গে আলিপুরদুয়ারের DRM দিলীপ কুমার সিংহ বলেন, “আমি ঘটনাস্থলে যাচ্ছি। ঘটনায় কতজনের মৃত্যু হয়েছে তা এখনই বলা সম্ভব নয়। উদ্ধারকার্য চলছে”। এই ট্রেনের এক যাত্রী জানাচ্ছেন, “হঠাৎ খুব জোরে ঝাঁকুনি অনুভব করি। দেখতে পাই অনেকগুলি কামরা উলটে গিয়েছে। ঘটনায় প্রাণহানি হয়েছে বলে আশঙ্কা করছি”।

এদিকে নিহতদের পরিবার পিছু পাঁচ লক্ষ টাকা করে ক্ষতিপূরণ দেওয়ার ঘোষণা করেছে কেন্দ্র। তাছাড়া আহতদের ১ লক্ষ ও সামান্য আহতদের রেল ২৫ হাজার টাকা করে ক্ষতিপূরণ দেবে। কেন্দ্রীয় রেলমন্ত্রী অশ্বিনী বৈষ্ণব ঘটনাস্থল পরিদর্শনে আসবেন এবং তিনি ব্যক্তিগত ভাবে উদ্ধারকাজের উপর নজর রাখছেন বলে টুইট করে জানিয়েছেন।

কীভাবে এই ট্রেন দুর্ঘটনা ঘটল, তা নিয়ে প্রশ্ন উঠছে। লাইনে কোনও ফাটল ধরেছিল কিনা, বা ঠিক কী কারণে এই দুর্ঘটনা ঘটেছে তা খতিয়ে দেখা হচ্ছে। প্রাথমিক ভাবে মনে করা হচ্ছে ইঞ্জিনের ত্রুটিগত কারনেই এই দুর্ঘটনা। রেল দপ্তরের আধিকারিক এবং ফরেনসিক টিম ঘটনাস্থলে পৌঁছে তদন্ত করে এর আসল কারণ নির্ধারণ করলে তবেই পরিষ্কার হবে দুর্ঘটনার কারণ কি? তবে ঘটনার তীব্রতা দেখে একটা বিষয় পরিষ্কার যে রেলের গতিবেগ অত্যাধিক বেশি ছিল।

গিতালদহে ধরলা নদীর পার ভাঙণ, নদীগর্ভে প্রায় ৪০টি বাড়ি

দিনহাটা: দিনহাটার গিতালদহ-২ গ্রাম পঞ্চায়েতের দরিবস গ্রামে ধরলা নদীতে ভাঙন ধরায় নদীগর্ভে তলিয়ে গিয়েছে প্রায় ৪০টিরও বেশি বাড়ি। স্থানীয়দের এখনই নদী ভাঙন রোধে শীঘ্রই ব্যবস্থা না নিলে খুব শীঘ্রই আরও বেশ কিছু বাড়ি নদীগর্ভে চলে যাবে। তাদের অভিযোগ, প্রতি বছর নদী ভাঙনে বহু বাড়ি ধরলা নদীতে তলিয়ে যায়। প্রশাসনকে বাঁধের দাবি জানানো হলেও কাজ হয়নি। এখন বাড়ি নদীতে চলে যাওয়ায় অন্যের জমিতে আশ্রয় নিতে হয়েছে । এভাবে বাচ্চাদের নিয়ে কোথায় যাবেন, প্রশ্ন তাঁদের।

ধরলা নদী দ্বারা দেশের মূল ভূখণ্ড থেকে বিচ্ছিন্ন বাংলাদেশ সীমান্ত সংলগ্ন ভারতের দুটি গ্রাম জারিধরলা ও দরিবস। নদীর ধারে অবস্থিত হওয়ায় ওই দু'টি গ্রামে প্রায় সারা বছরই কম বেশি ভাঙন চলে। গত কয়েক বছরে দরিবস গ্রামের বহু বাড়ি নদীগর্ভে চলে গিয়েছে। এবছর জানুয়ারির শুরুতেই ৪০টিরও বেশি বাড়ি নদীগর্ভে চলে গিয়েছে।

বর্তমানে এমন অবস্থা এমনটাই যে ভিটেমাটি হারিয়ে অন্যের জমিতে আশ্রয় নিয়েছেন ক্ষতিগ্রস্ত বাসিন্দারা। তাঁরা বলেন, “ধরলা নদীতে সব চলে গিয়েছে। অন্যের জমিতে আছি। এভবে কতদিন থাকতে হবে জানি না”। এই বিষয়ে এলাকার বিধায়ক জগদীশ বর্মা বসুনিয়া বলেন, “বিষয়টি নিয়ে জেলা প্রশাসনের কর্তাদের সঙ্গে কথা হয়েছে। ওই এলাকায় বাঁধ নির্মাণ দরকার”

উৎপাদন কমেছে দার্জিলিং চা-এর, উদ্বিগ্ন শিল্প মহল

নাগরাকাটা: বিগত দু'দশকে দার্জিলিংয়ে চায়ের উৎপাদন প্রায় অর্ধেকে হয়ে পৌঁছেছে। দার্জিলিং-এর চা দেশ সহ বিশ্ব বিখ্যাত, সেই মতে দার্জিলিং চায়ের এই রেকর্ড পতনে উদ্বিগ্ন শিল্প মহল। বিগত বছর অর্থাৎ ২০২১ সালে দার্জিলিং চায়ের উৎপাদন ছিল সাকুলে ৬.৫ মিলিয়ন কিলোগ্রামের মতো যা দু'দশ আগেও ১৩-১৪ মিলিয়ন কিলোগ্রামের মধ্যে ছিল। এর আগে দার্জিলিং চা শিল্পের ইতিহাসে সর্বনিম্ন উৎপাদন ছিল ২০১৭ সালে, মাত্র ৩ মিলিয়ন কিলোগ্রামের কিছু বেশি। জলবায়ুর পরিবর্তন চা-এর উৎপাদন কমে যাওয়ার একটি বড় কারণ মনে করছেন বিশেষজ্ঞরা।

টি বোর্ড বোর্ডের চেয়ারম্যান প্রভাতকমল বেজবড়ুয়া জানান, “বিষয়টি দুশ্চিন্তার তো বটেই। জলবায়ুর পরিবর্তন উৎপাদন কমে যাওয়ার একটি বড় কারণ। দাম না পাওয়ার সমস্যাও রয়েছে। টি বোর্ড সমস্ত কিছুই বিশদে দেখছে”। পাহাড়ের চা শিল্পপতিদের কথায়, উষ্ণায়নের ফলে জলবায়ুর পরিবর্তন উৎপাদন কমে যাওয়ার একটি ফ্যাক্টর। সেইসঙ্গে নেপাল চায়ের রমরমা, রপ্তানি হ্রাস, শ্রমিকদের কাজে গরহাজিরা এবং কয়েকটি বাগান বন্ধ থাকার কারণেও উৎপাদন কমেছে। দার্জিলিংয়ে বাগানের সংখ্যা ৮৭। তার মধ্যে পাঁচ-ছয়টি বন্ধ ছিল। সদ্য খুলেছে লংভিউ, কালেজভ্যালির মতো দুটি বাগান। এখনও বন্ধ রয়েছে পেশক, ধোতেরিয়া, পানিঘাটার মতো বিভিন্ন চা বাগান।

টেরাই ইন্ডিয়ান টি প্ল্যান্টার্স অ্যাসোসিয়েশনের (টিপা) চেয়ারম্যান মহেন্দ্র বানসালের কথায়, “পাহাড়ের চা শিল্প যে গভীর খাদের মুখে দাঁড়িয়ে, সেকথা আমরা বারবার বলছি। এখনই পদক্ষেপ না করা হলে অদূরভবিষ্যতে এই শিল্পের অস্তিত্ব নিয়েই প্রশ্ন উঠে যাবে। দার্জিলিংয়ের চা শিল্পের জন্য প্যাকেজ ঘোষণার দাবিও রয়েছে।“

দার্জিলিং চায়ের উৎপাদন কমে যাওয়ার পেছনে সস্তার নেপাল চায়ের আমদানির যে তত্ত্ব উঠে আসছে। জিওগ্রাফিক্যাল ইন্ডিকেশনের (জিআই) আওতাধীন পাহাড়ের চায়ের সঙ্গে কার্যত একই জলবায়ুর নেপালের চা ব্লেন্ড করে বা কখনও নেপাল চা-কেই দার্জিলিং চা বলে। চালানোর অভিযোগ চা মহলের দীর্ঘদিনের। এই প্রসঙ্গে টি বোর্ডের চেয়ারম্যান বলেন, “নেপালের সঙ্গে মুক্ত বাণিজ্যনীতি রয়েছে। তবে সেখানকার চা-কে দার্জিলিং চা বলে যাতে কোনওভাবেই না চালানো হয়, সেজন্য টি বোর্ড পদক্ষেপ করেছে। রপ্তানির সময় এখন প্যাকেটে উৎস উল্লেখ করা বাধ্যতামূলক”।

জল সংকটের আশঙ্কায় প্রমাদ গুনছে ডুয়ার্স

শুকিয়ে যাচ্ছে নদী উত্তরের বেশ কিছু নদী

মালবাজার: বরফ গলা জলে পুষ্ট হওয়ায় ডুয়ার্সের নদী গুলিতে সারা বছরই জল থাকার কথা। কিন্তু সময়ের প্রেক্ষাপটে বর্তমানে দেখা যাচ্ছে ডুয়ার্সের বেশির ভাগ নদী গুলি শীতকালে জলশূন্য হয়ে পড়েছে। যেই কারণে চা বাগান থেকে শুরু করে শহর, গ্রামাঞ্চল প্রায় সর্বত্রই জল সংকটের আশঙ্কায় প্রমাদ গুনতে শুরু করেছে বিভিন্ন মহল। অনেক ক্ষেত্রেই নদী থেকে অবৈধ ভাবে খাল তৈরি করে কৃষিজমিতে জল নিয়ে যাওয়া হচ্ছে বলে অভিযোগ। শুধু তাই নয় এখন চা বাগানগুলিও কৃত্রিম জলসেচের উপর নির্ভর করছে। ফলে ডুয়ার্স এলাকায় উত্তোরোত্তর জল সংকট পরিস্থিতি ঘনীভূত হচ্ছে।

বিশেষজ্ঞদের মতে বৃষ্টির অভাবে সমগ্র ডুয়ার্স জুড়ে সুখা পরিস্থিতি তৈরি হচ্ছে। মাল ব্লকের ডামডিম গ্রামপঞ্চায়েতের গুড হোপ চা বাগানের ম্যানেজার রাকেশ গোড় জানান, এবার বৃষ্টির পরিমাণ গত বছরের তুলনায় অনেক কম হওয়ায় কৃষিকাজের জন্য কৃত্রিম জলসেচের ওপর নির্ভর করতে হচ্ছে। বাগানেও জলের খরচা দিনপ্রতিদিন বেড়েই চলছে। মেটেলি ব্লকের সোনগাছি চা বাগানের ম্যানেজার রাধেশ্যাম খান্ডেলওয়াল বলেন, ডুয়ার্সের চা বাগান এলাকায় জল সমস্যা বেড়েই চলছে। আমরা অক্টোবর মাস থেকে কৃত্রিম জলসেচের ওপর নির্ভর করছি।

অভিযোগ উঠেছে, বেশ কিছু এলাকায় নদী বা ঝোরাতে অবৈধ ভাবে বাঁধ তৈরি করে জল সঞ্চয় করা হচ্ছে। সেখান থেকে জল তুলে চা বাগান এলাকায় জল সরবরাহ করা হচ্ছে। আবার অবৈধ ভাবে নদী বা ঝোড়া থেকে সরাসরি খাল তৈরি করেও কৃষিজমি এলাকায় নিয়ে যাওয়ার অভিযোগ রয়েছে। মাল শহরেও এবার জল সংকট পরিস্থিতি দুশ্চিন্তা প্রকাশ করেছেন পুরসভার প্রশাসক মণ্ডলীর চেয়ারপার্সন স্বপন সাহা। তাঁর কথায়, মাল নদীর ওপর আমরা জলের জন্য নির্ভর করি। অনেকক্ষেত্রে মাল নদীর উপরের অংশ থেকে অবৈধ ভাবে খাল তৈরি করে জল নিয়ে নেওয়া হয়। আমরা এর আগেও এ বিষয়ে প্রশাসনিক মহলে চিঠি দিয়েছিলাম। কিন্তু কোন কাজ হয়নি। মালের মহকুমা শাসক পীযুস ভগবানরাও সালুন বলেন, অবৈধভাবে নদী, ঝোরা থেকে জল ব্যবহারের অভিযোগ পেলেই প্রয়োজনীয় পদক্ষেপ নেওয়া হবে।

টুকরো খবর

তৃণমূলকে সমর্থন জিটিএ-এর

শিলিগুড়ি পুরনিগমের নির্বাচনে তৃণমূলকে সমর্থন জানালো গোর্খা জনমুক্তি মোর্চা। ১২ জানুয়ারি সাংবাদিক বৈঠক করে এই ঘোষণা করলেন গোর্খা জনমুক্তি মোর্চার সাধারণ সম্পাদক রোশন গিরি। তৃণমূল যদি প্রচারে ডাকেন সেই ক্ষেত্রে গোর্খা অধ্যুষিত এলাকায় তৃণমূলের হয়ে প্রচার চালাবে মোর্চা। পাশাপাশি GTA নয় পাহাড়ের চারটি পৌরসভার নির্বাচনের দাবি জানালো মোর্চা।

জলপাইগুড়িতে বুস্টার ডোজ

১০ জানুয়ারি থেকে জলপাইগুড়ির জেলা জুড়ে শুরু হল প্রিকশন ডোস/ বুস্টার ডোজ দেবার প্রকৃয়া। স্বাস্থ্য দপ্তর সূত্রে জানা গেছে জলপাইগুড়ি জেলায় প্রথা দফায় প্রায় ২০০০০ মানুষ এর আওতায় আসবেন। দ্বিতীয় ডোজ নেওয়ার কমপক্ষে ৩৯ সপ্তাহ পর থেকে বুস্টার ডোজের ভ্যাকসিন নেওয়া যাবে। এর জন্য নতুন করে কোনও রেজিস্ট্রেশন করতে হচ্ছে না।

কেন্দ্রীয় কমিটির সভাপতি

তৃণমূল চা বাগান শ্রমিক ইউনিয়নের কেন্দ্রীয় কমিটির সভাপতি হিসেবে নির্বাচিত হলেন কালচিনি ব্লকের মালঙ্গী চা বাগানের বাসিন্দা বীরেন্দ্র বারা ওরাওঁ। ৯ জানুয়ারি দলের তরফে এই সিদ্ধান্ত নেওয়া হয়।

নির্দলে লড়বে উত্তরবঙ্গ সাফাই কর্মচারী সমিতি

কোন রাজনৈতিক ব্যানারের তলায় নয়, নিজেদের অস্তিত্ব নিজেরাই তৈরি করতে পুর নির্বাচনে লড়াই করার সিদ্ধান্ত গ্রহন উত্তরবঙ্গ সাফাই কর্মচারী সমিতি। আপাতত ১, ৫, ১৪, ১৮, ২৮ এই পাচটি ওয়ার্ডে লড়াই করার সিদ্ধান্ত গ্রহন করেছে তারা। শুক্রবার শিলিগুড়ি জার্নালিস্ট ক্লাবে সাংবাদিক বৈঠকে একথা জানান, সংগঠনের সভাপতি কিরন রাউত।

সাফল্য লাটাগুড়ি রেঞ্জের বন কর্মীদের

ওয়াইল্ডলাইফ ক্রাইম কন্ট্রোল ব্যুরো এবং রাজ্য পুলিশের সহযোগিতায় বড় সাফল্য পেলো লাটাগুড়ি রেঞ্জের বন কর্মীরা। ৬ জানুয়ারি গোপন সূত্রে খবর পেয়ে লাটাগুড়ি রেঞ্জের রেঞ্জার শুভ্র শঙ্খ দত্তর নেতৃত্বে ভুটান থেকে ডুয়ার্স পাচার হওয়ার পথে জলপাইগুড়ি বাতাবাড়ি এলাকায় বনরুই(পেঙ্গুলিন) ও চিতা বাঘের চামরা সহ দুইজন চোরাচালানকারী কে হাতেনাতে ধরে বনকর্মীরা।

উন্নয়নের স্বার্থে কেন্দ্রের সাহায্য সাত পঞ্চায়েতকে

জলপাইগুড়ি: করোনা আবহের মধ্যেই কেন্দ্রের তরফ থেকে জলপাইগুড়ি জেলার ৭টি পঞ্চায়েত সমিতি পেল আর্থিক সাহায্য। পঞ্চদশ অর্থ কমিশনের পক্ষ থেকে এই অর্থ রাজ্যের মাধ্যমে পঞ্চায়েত সমিতি গুলির নিজ নিজ অ্যাকাউন্টে পাঠানো হয়েছে।

জলপাইগুড়ি জেলার ৭টি পঞ্চায়েত সমিতির মধ্যে ধূপগুড়ি পঞ্চায়েত সমিতি সবচেয়ে বেশি ১ কোটি ৮৪ লক্ষ্য টাকা পেয়েছে। তারপরই রাজগঞ্জ পঞ্চায়েত সমিতি পেয়েছে ১ কোটি ৩০ লক্ষ্য টাকা এবং জলপাইগুড়ি সদর পঞ্চায়েত সমিতি পেয়েছে ১ কোটি ১৬ লক্ষ্য টাকা। ময়নাগুড়ি পঞ্চায়েত সমিতি পেয়েছে ১ কোটি ১৫ লক্ষ্য টাকা, মাল পঞ্চায়েত সমিতি পেয়েছে ১ কোটি ১১ লক্ষ্য টাকা। ৪৮ লক্ষ্য টাকা দেওয়া হয়েছে নাগরাকাটা পঞ্চায়েত সমিতিকে এবং মেটেলি পঞ্চায়েত সমিতি পেয়েছে সবচেয়ে কম ৪০ লক্ষ্য টাকা।

গত বছর বিধানসভা ভোটের আগেই রাজ্য সরকার ধূপগুড়ি প্রশাসনিক ব্লক ভেঙ্গে নতুন বানারহাট ব্লক, মাল প্রশাসনিক ব্লক ভেঙ্গে নতুন ক্রান্তি ব্লক গঠনের বিজ্ঞপ্তি জারি করে। কিন্তু ভোটের আগেই নতুন দুটি প্রশাসনিক ব্লক গঠন করে, এসডিওদের তত্বাবধানে পুরানো ব্লকের বিডিওদের দিয়ে ব্লক দুটির কাজ শুরু হয়। পরবর্তীতে নতুন এক্সটেনশন অফিসার নিয়োগ করা হয়। কিন্তু নির্বাচনের পেরিয়ে যাওয়ার সাত মাসের মাথায় মাল, বানারহাট ও ধূপগুড়ি পঞ্চায়েত সমিতি গঠন করে রাজ্য সরকার। মাল ও ধূপগুড়ি পঞ্চায়েত সমিতি থেকে ২০২১-২২ আর্থিক বছরের জন্য উন্নয়ন পরিকল্পনা আগেই পাঠানো হয়েছিল। সেইমত পঞ্চদশ অর্থ কমিশন থেকে মাল ও ধূপগুড়ি পঞ্চায়েত সমিতির জন্য প্রয়োজনীয় অর্থ বরাদ্দ করে পাঠিয়ে দেওয়া হয় নতুন পঞ্চায়েত সমিতি গঠনের কয়েকদিন আগে। ডিসেম্বরের শেষ সপ্তাহে তিনটি পঞ্চায়েত সমিতি গঠিত হয়। সেক্ষেত্রে মাল ও ধূপগুড়ি পঞ্চায়েত সমিতির মাধ্যমেই ক্রান্তি ও বানারহাট পঞ্চায়েত সমিতি এলাকার জন্য কাজ করবে।

NO ROAD NO VOTE পোস্টার নিয়ে বিক্ষোভ জলপাইগুড়িতে

জলপাইগুড়ি: সামনেই রাজ্যের বেশ কয়টি শহরে পৌর নির্বাচন এবং তার জেরে তৎপর প্রতিটি রাজনৈতিক দল। জোর কদমে প্রচার শুরু হয়েছে জলপাইগুড়ি শহরের বিভিন্ন ওয়ার্ডে। এই সময় রাস্তার দাবিতে ভোট বয়কটের হুমকি দিলেন জলপাইগুড়ি পৌর এলাকার বাসিন্দারা।

জলপাইগুড়ি শহরের ৩ নম্বর ওয়ার্ড এলাকার বাসিন্দারা দীর্ঘ কয়েক বছর ধরে রাস্তা সারাই না হওয়ায় এবার পুরসভা ভোট বয়কটের ডাক দিয়েছেন। শহরের তিস্তা বাঁধ সংলগ্ন সেনপাড়া এলাকার বাসিন্দাদের অভিযোগ, দীর্ঘদিন ধরেই এই ওয়ার্ডের রাস্তা বেহাল অবস্থায় পড়ে রয়েছে। খানাখন্দে ভরা রাস্তায় ধুলোবালি দিয়ে চলাচল করতে হয় স্থানীয় বাসিন্দাদের। এই অভিযোগে এলাকার কয়েকশো পরিবার মিলে এবার ভোট বয়কটের ডাক দেন। ৪ জানুয়ারি হাতে প্ল্যাকার্ড নিয়ে ভোট বয়কটের আওয়াজ তোলেন সকলে। শিশু থেকে বয়স্ক সকলেই এই আন্দোলনে সামিল হন। সকলের সাফ কথা, বেহাল রাস্তা সারাই করা না হলে পুরসভা ভোট বয়কট করবেন ৩ নম্বর ওয়ার্ডের বাসিন্দারা।

খড়িবাড়ি ব্লকের স্বাস্থ্য ব্যবস্থা ঢেলে সাজানোর উদ্যোগ নিল রাজ্যস্বাস্থ্য দপ্তর

খড়িবাড়ি: করোনা পরিস্থিতিতে দার্জিলিং জেলার খড়িবাড়ি ব্লকের স্বাস্থ্য পরিকাঠামো ঢেলে সাজানোর উদ্যোগ নিল রাজ্য স্বাস্থ্য দপ্তর। দুটি প্রিফেব্রিকেটেড কোভিড হাসপাতাল, টেলিমেডিসিন হাব, অত্যাধুনিক ল্যাব সহ খড়িবাড়ি ব্লকের স্বাস্থ্য কেন্দ্রের পরিষেবা ও পরিকাঠামো উন্নয়নে ২ কোটি টাকা খরচ করবে রাজ্য স্বাস্থ্য দপ্তর। ১০ জানুয়ারি দার্জিলিং জেলার মুখ্য স্বাস্থ্য আধিকারিক(সিএমওএইচ) ডাঃ তুলসী প্রামাণিক খড়িবাড়ি ব্লকের স্বাস্থ্য দপ্তরে একটি প্রশাসনিক বৈঠক শেষে জানান, করোনা পরিস্থিতি ও প্রত্যন্ত অঞ্চলের কথা বিবেচনা করে স্বাস্থ্য পরিষেবা উন্নয়নে ২ কোটি ১৭ লক্ষ ৬১ হাজার টাকা ব্যয় করা হচ্ছে। ব্লকে দুটি প্রিফেব্রিকেটেড কোভিড হাসপাতালের মধ্যে একটি হবে ২০ শয্যা বিশিষ্ট খড়িবাড়ি গ্রামীণ হাসপাতালে অন্যটি হবে বুড়াগঞ্জের বাঙালি প্রাথমিক স্বাস্থ্য কেন্দ্রে, যেখানে ৬টি শয্যা থাকবে। এর পাশাপাশি অত্যাধুনিক ডায়াগনস্টিক সেন্টার গড়ে তোলা হবে খড়িবাড়ি গ্রামীণ হাসপাতালে। ব্লক পাবলিক হেলথ ইউনিটের বিল্ডিং তৈরি করতে ব্যয় হচ্ছে ৫২ লক্ষ্য টাকা। ডায়াগনস্টিক সেন্টারের অত্যাধুনিক সরঞ্জাম কিনতে ব্যয় হবে ৭০ লক্ষ্য টাকা। এছাড়া ল্যাবে এপিডেমিওলজিস্ট ও নিয়োগ করা হবে। সিএমওএইচ জানান, এই স্বাস্থ্য প্রকল্পের অন্তর্গত খড়িবাড়ি গ্রামীণ হাসপাতালে একটি টেলিমেডিসিন হাবও তৈরি করা হবে। ১৪ জানুয়ারি থেকে এই টেলিমেডিসিন হাবটি চালু হবে। এটি চালু হলে রোগীরা ভিডিও কলিং-এর মাধ্যমে সরাসরি হাসপাতালের ডাক্তারদের সাথে কথা বলে চিকিৎসা পরিষেবা গ্রহণ করতে পারবেন। এছাড়াও খড়িবাড়ি ব্লকের ১১টি উপস্বাস্থ্য কেন্দ্রের পরিকাঠমো উন্নয়ন ও পানীয় জলের জন্য মোট ৩১ লক্ষ ৫৭ হাজার টাকা ব্যয় করা হবে।

কোচবিহারে তৈরি হচ্ছে বীজ হাব

কোচবিহার: নাবার্ডের সহযোগিতায় ৬ জানুয়ারি কোচবিহার সাতমাইলে বীজ হাব নিয়ে একটি প্রোজেক্ট ইমপ্লিমেন্টেশন এবং মনিটরিং কমিটি গঠণ করা হয়েছে। এদিন কমিটিতে উপস্থিত ছিলেন গোপাল মান, প্রোজেক্ট ডিরেক্টর, আত্মা প্রকল্প (বিশ্ব ব্যাংক), কোচবিহার, সিড সার্টিফিকেশন আধিকারিক মানিক সরকার, কোচবিহার কৃষি বিজ্ঞান কেন্দ্রের বৈজ্ঞানিক ডক্টর শঙ্কর সাহা, এগ্রি মার্কেটিং আধিকারিক শেখ ইকবাল এবং রজত চ্যাটার্জি, জেলা কৃষি আধিকারিক, কোচবিহার।

এই সিড হাব প্রোজেক্টে এক সময়ে ধরে নাবার্ড-এর সাপোর্টে মূল বীজ ৪টি ফারমার্স প্রোডিউসার অর্গানাইজেশন (এফপিও) উৎপাদনকারী সংস্থা হিসেবে কাজ করবে, এতে আলু, সরষে এবং ধানের সার্টিফাইড বীজ উৎপাদন হবে। এবিষয়ে সাতমাইল সতীশ ক্লাবের সিড হাব প্রোজেক্ট ম্যানেজার চিত্তরঞ্জন অধিকারী বলেন, আমরা এফপিও-র মাধ্যমে সার্টিফাইড বীজ উৎপাদনের লক্ষ্যমাত্রা রেখেছি। আগামী রবি সিজন থেকে কৃষকরা সার্টিফাইড বীজ পেতে শুরু করবেন। এই প্রোজেক্ট নাবার্ডের সাহায্যে বাস্তবায়ন করা হচ্ছে এবং সমস্ত সরকারি দফতর আমাদের সাহায্যের আশ্বাস দিয়েছে।

উত্তরবঙ্গের জন্য পৃথক কৃষি নীতি

কলকাতা: উত্তরবঙ্গের জন্য আলাদা কৃষি নীতি তৈরি করতে উদ্যোগ নিচ্ছে রাজ্যের কৃষিদপ্তর। উত্তরের আবহাওয়া, ভৌগোলিক অবস্থা, চাষের জমি দক্ষিণবঙ্গের থেকে আলাদা, আর এই সব কিছু বিচার করেই ওই নীতি তৈরি করা হচ্ছে। এর জন্য গবেষকদের পরামর্শ নেওয়া হবে, জানিয়েছে কৃষিদপ্তর। সেই নীতি তৈরি করে মুখ্যমন্ত্রী মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়ের কাছে পেশ করা হবে। এর পর তিনি তা চূড়ান্ত করবেন বলে জানা গেছে।

কৃষিমন্ত্রী শোভনদেব চট্টোপাধ্যায় উত্তরবঙ্গের বিভিন্ন জায়গায় গিয়ে চাষবাসের অবস্থা নিয়ে পর্যালোচনা করেন। সেখানকার ভৌগোলিক পরিবেশে নতুন কী ধরনের চাষ হতে পারে, সে বিষয়ে কৃষক থেকে শুরু করে কৃষিদপ্তরের আধিকারিকদের সঙ্গে আলোচনা করেন তিনি। উত্তরের জেলাগুলির কৃষির অবস্থা নিয়ে খোঁজখবর করেন। উত্তরবঙ্গের সমতল অঞ্চলগুলির সঙ্গে পাহাড়ি পরিবেশ-চা ছাড়া আর কী ধরনের চাষ সম্ভব, তা নিয়ে পর্যালোচনা করেন।

সেখান থেকে বেশ কিছু নতুন চাষের প্রস্তাবও উঠে এসেছে। এই সব প্রস্তাবগুলি খতিয়ে দেখছে কৃষিদপ্তর। কৃষিমন্ত্রী শোভনদেব চট্টোপাধ্যায় জানান, আমরা বিভিন্ন জায়গা ঘুরে এবং মিটিং করে বুঝেছি, গোটা রাজ্যের মতো পাহাড় ও ডুয়ার্সের কৃষি নীতি এক হওয়া উচিত নয়। দক্ষিণবঙ্গের সমতলের সঙ্গে উত্তরবঙ্গের ওই অংশের চাষ আবাদের অনেক তারতম্য রয়েছে। পাহাড়ে ধসের ফলে চাষের ব্যাপক ক্ষতি হয়। সব চাষ সেখানে হয়ও না। একই রকম অবস্থা ডুয়ার্সেও। তাই আমরা পাহাড়ের জন্য আলাদা কৃষি নীতি তৈরি করার সিদ্ধান্ত নিয়েছি।

বন্ধ করে দেওয়া হলো গাজোল উৎসব

মালদা: করোণা সংক্রমণ বেড়ে যাওয়ার কারণে রাজ্য প্রশাসন সমস্ত ধরনের মেলা বন্ধের ওপর বিধিনিষেধ জারি করেছে। আর সেই নির্দেশ অনুযায়ী ৪ জানুয়ারি গাজোল উৎসব ও মেলা বন্ধ করে দিল সংশ্লিষ্ট কমিটি। এরফলে দুশ্চিন্তার ভাঁজ পড়েছে মেলায় আসা বিভিন্ন ধরনের বিক্রেতা থেকে ডেকোরেটারদের।

গাজোল উৎসব মেলায় আগে থেকেই ফাস্টফুড বেচা কেনার জন্য স্টল নিয়েছিলেন কয়েকজন বিক্রেতারা। তাঁদের বক্তব্য, প্রতিবছরই জানুয়ারি মাসের শুরুতেই গাজোল উৎসব অনুষ্ঠিত হয় সংশ্লিষ্ট এলাকার ফুটবল খেলার মাঠে। কিন্তু এবছর যেভাবে করোনা সংক্রমণ বেড়েছে, তাতে সেই সব বন্ধ করে দিয়েছে প্রশাসন। এরফলে রুজি-রোজগারের খানিকটা হলেও টান পড়েছে। একই বক্তব্য এই মেলার ডেকোরেটরদেরও। তাঁরা বলেন, মেলার প্রস্তুতি প্রায় শেষ পর্বে ছিল। তার জন্য প্যান্ডেল করে দেওয়া হয়েছিল। কিন্তু এখন প্রশাসনের নির্দেশ অনুযায়ী মেলা বন্ধ থাকবে। এর ফলে প্রচুর আর্থিক লোকসানের মুখে পড়তে হয়েছে।

গাজোল উৎসব কমিটির কার্যকরী সভাপতি অরবিন্দ ঘোষ জানিয়েছেন, আমাদের মেলার প্রায় শেষ পর্যায়ে ছিল। এখানে বইমেলা, ফুল মেলা, সিধু-কানু মেলা সব এক জায়গায় অনুষ্ঠিত হতো। কিন্তু করোনা সংক্রমণ বেড়ে যাওয়ার কারণে রাজ্য সরকার সমস্ত মেলা বন্ধের নির্দেশ দিয়েছে। সেই কারণেই রাজ্য প্রশাসনের নির্দেশে আমরা মেলা বন্ধ রাখছি। আগামীতে পরিস্থিতি স্বাভাবিক হলেই এই মেলা নতুন করে উদ্বোধন করা হবে।

সম্পাদকীয়

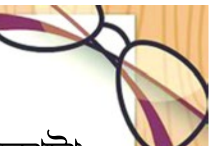

অনলাইনে কেনাকাটা

বিগত দু'বছরে কোভিড-১৯ জনসাধারনের প্রচলিত অভ্যাসগুলোকে অনেকভাবেই বদলে দিয়েছে। মধ্যবিত্তরা আগের চেয়ে অনেক বেশি মোবাইল-কম্পিউটারের ওপর নির্ভরশীল হয়ে পড়েছেন। ভিড় এড়াতে দোকানে গিয়ে জিনিসপত্র কেনার বদলে অনলাইনে কেনাকাটা সারছেন। ঘরে বসে মোবাইলে সংসারের দৈনন্দিন জিনিসের অর্ডার দিলে কিছু ক্ষণের মধ্যেই ঘরের দরজায় সমস্ত জিনিস নিয়ে হাজির হচ্ছেন ডেলিভারি বয়রা। বাইরে রেস্টুরেন্টে গিয়ে সময় নষ্ট না করে ঘরে বসে অর্ডার দিলে পছন্দের রেস্টুরেন্টের খাবারটাও বাড়িতে বসে পাওয়া যাচ্ছে। জিনিস কেনা থেকে টাকা পয়সার লেন-দেন সবটাই অনলাইনে হয়ে যাচ্ছে। এর ফলে কোনো বিশেষ প্রয়োজন ছাড়া বাড়ির বাইরে যাওয়ার প্রয়োজন হচ্ছে না। এই সময় অনলাইন কেনাকাটা করোনা রোধে বিশেষ উপযোগী হলেও দীর্ঘ সময়ে এটি এক অভ্যাসে পরিণত হচ্ছে। এর ভালো ও খারাপ দুটি দিকই আছে। এই নতুন ব্যবস্থায় কিছু লোকের যেমন লাভ হচ্ছে, তেমনই নয়া কর্মসংস্থানের দিশাও দেখা দিয়েছে। অনেক বেকার ছেলে নতুন কাজে নিযুক্ত হয়েছেন। বাজারে প্রতিযোগিতা বৃদ্ধি পাওয়ায় গ্রাহকরাও লাভবান হচ্ছেন। অনলাইন কেনাকাটা সাধারণ মানুষের কাছে আজ আকর্ষণীয়। অনেক প্রোডাক্টই বাজার দর থেকে অনেক কম দরে পাওয়া যাচ্ছে। তবে প্রশ্ন হল এত কম দামে কী ভাবে তারা জিনিস গুলি বিক্রি করতে পারছে? তবে অনলাইনে বিজ্ঞাপনে প্রোডাক্টের অনেক কম দাম দেখে সেটি কেনার পর অনেকে নানা ভাবে প্রতারণার শিকারও হয়েছেন। অনলাইনে কেনাকাটায় অনেকের কর্মসংস্থান জুটলেও একটা বড় অংশ অন্যদিকে কর্মহারা হয়ে যাওয়ার পথে রয়েছেন। অনলাইনের বড় বড় হাজার হাজার কোটি টাকার কোম্পানিগুলির সঙ্গে বাজারের ছোট দোকান মালিকেরা দীর্ঘ সময়ের প্রতিযোগিতায় টিকে থাকতে পারবেন না, সেটি একটি বড় চিন্তার বিষয়।

টিম পূর্বোত্তর

সম্পাদকীয় উপদেষ্টা	ঃ দেবাশীষ ভৌমিক
সম্পাদক	ঃ সন্দীপন পন্ডিত
কার্যকারী সম্পাদক	ঃ মনসুর হাবিবুল্লাহ
সহ-সম্পাদক	ঃ রনিত সরকার, চিরন্তন নাহা, বর্ণালী দে, লোপামুদ্রা তালুকদার, দেবাশীষ চক্রবর্তী
ডিজাইনার	ঃ সমরেশ বসাক
বিজ্ঞাপন আধিকারিক	ঃ রাকেশ রায়
জনসংযোগ আধিকারিক	ঃ বিমান সরকার

কবিতা

আলোকিত স্মৃতি

- নির্মাল্য ঘোষ)

সেই আশ্চর্য আলো আমাকে ভালো বেসেছিল...
ফিকে বা পান্‌সে নয়...
স্পষ্ট আলো...
স্পষ্ট ভালোবাসা...
কুয়াশার মত ঘিরে ছিল আমাকে চারপাশে...
স্মৃতি উস্কে দিল ছবিটা...
ওর রাত জাগা পাখির মত ডাক আমার রাতের অন্ধকারের মত
জীবনকে বাঙ্ময় করে তুলেছিল...

আমার বুক ভরা দিঘিতে এখনো কিন্তু ও ভেসে চলেছে আলু
থালু চুল নিয়ে...

অন্য কোথাও নয়....
স্মৃতিতে...

প্রবন্ধ — প্রাচীন ভারতে বেশ্যা ও গণিকাদের কথা (পর্ব- ১)

....সন্তোষ কুমার দে সরকার

আমার এই প্রবন্ধের শুরুতে যে কথা ব'লে নিতে হ'তো সেটা বলা হয় নি। তবে হয়নি ব'লে না বলা কথা তো বাদ দিয়ে রাখা যায় না, তাই বিলম্বে হলেও বলছি। আমার ফেসবুক বন্ধুরা হয়তো ভাবতে পারেন লেখার মত অনেক বিষয় আছে তবে লেখক বেশ্যাদের নিয়ে পড়লেন কেন ? বিশেষ করে একটি অশ্লীল বিষয়কে নিয়ে! আমি বলব, আমার সব ফেসবুক বন্ধুরা না জানলেও অনেক বন্ধু আছেন যাঁদের সঙ্গে আমার ১০/২০ বছর বা তারও আগে থেকেই বন্ধুত্ব হয়েছে এবং এঁদের বেশির ভাগই আমার সাহিত্যিক বন্ধু। আমার এই সব বন্ধুরা আমার নাটক, গল্প, কবিতা, ভ্রমণ কাহিনী এবং প্রবন্ধের সংঙ্গে পরিচিত। এঁরা জানেন, আমি আমার কোন লেখায় শ্লীলতার সীমা অতিক্রম করি নি। হাংরি জেনারেশনের কবিদের আমি অশ্রদ্ধা না করলেও আমি সে পথে পা বাড়াবার সাহস করি নি। স্পষ্ট করে বললে বলতে হয় আমি সেটা পছন্দ করি না। বেশ্যাদের নিয়ে লেখা মানেই সেটা অশ্লীলতা দোষে দুষ্ট নয়।

আমরা আসলে সামাজিক মর্যাদার দিকটাই চিরকাল ভেবে এসেছি, তাই গণিকাদের দুঃখ- কষ্টের বিষয়টি জানার চেষ্টা করি না। কিম্বা জেনেও আমারা অবহেলা ক'রে থাকি। শিক্ষিত মানুষেরা সব জেনে শুনেও সম্মান হানীর ভয়ে কেউ মাথা ঘামাতে চান না। আমি নিজেও এই দোষে দুষ্ট। যদিও আমি সাংবাদিকতা করতে গিয়ে নিষিদ্ধ পল্লীতে গিয়েছিলাম। ভাবনা ছিল পতিতাদের পেশাগত সমস্যা , ওদের সন্তান-সন্ততিদের সামাজিক বঞ্চনা কিম্বা অবজ্ঞার শিকার হ'তে হয় কী না, হ'লে কেমন!ওরা কী সমাজের অন্য বাচ্চাদের সাথে খেলাধুলা কিম্বা স্কুলে পড়ার সুযোগ পায় ? ইত্যাদি বিষয়গুলো জেনে পত্রিকায় ছাপাবো,যাতে প্রশাসন ও বৃহত্তর সমাজের মানুষ সহানুভূতির সাথে ওদের সমস্যা বোঝেন ও ওদের প্রতি যত্নবান হন। কিন্তু সম্মান হানীর ভয়ে আমি সরাসরি ওদের সাথে কথা বলার সাহস পাই নি, ওদের জন্য গঠিত একটা সংগঠনের মানুষদের সাথে কথা বলে চলে এসেছি। তাই ওদের সাথে সরাসরি কথা না হওয়ার ফলে সমস্যার গভীরে ঢুকতে পারিনি। এটা আমার দুর্বলতা বা ত্রুটি যা অকপটে স্বীকার করছি। যদিওবা বেশ্যাদের নিয়ে যা কিছু লেখা বেড়িয়েছে তা শিক্ষিত মানুষেরাই বের করেছেন। ওদের নিয়ে লেখা বা ওদের নিয়ে কাজ করা সামাজিক দায়বদ্ধতার মধ্যেই পড়ে। তাই ঘৃণা নয়, মানবিক দৃষ্টিভঙ্গিতে ওদের দেখা উচিত।

রাশিয়ায় পূর্বতন জার ,শাসনের অবসানের পর সমাজতান্ত্রিক সোভিয়েত ইউনিয়নে পতিতালয়ের এবং বেশ্যা বৃত্তির অবসান ঘটে।পতিতারা নতুনভাবে সমাজে প্রতিষ্ঠিত হয়। ভারতে কী এই প্রথার অবলুপ্তি ঘটানো যায় না? এই প্রত্যাশা থেকেই এই প্রবন্ধের অবতারণা।কেননা আমাদের লড়াই গণিকা বৃত্তির বিরুদ্ধে, গণিকাদের বিরুদ্ধে নয়।

এখানেই আমার 'কৈফিয়ত'শেষ করলাম। এর পর আমরা আবার আমাদের 'ধারাবাহিক প্রবন্ধ' এ ঢুকব ।

***

গল্প — সৌদামিনী

....তনুচ্ছায়া মুখার্জী

গল্পটি একশো বছরেরও আগের ঘটনা অবলম্বন করে লেখা।

সৌদামিনী সবে সিঁথির সিঁদুর হারিয়ে বিধবা হয়েছে। কিবা বয়স তার কুড়ি বছর হবে। তার স্বামী মুরালিনাথ যক্ষ্মায় আক্রান্ত হয়ে ভুগে ভুগে শেষে শেষ নিঃশ্বাস ত্যাগ করল। কবিরাজ, বদ্যির ওষুধ বিফলে গেল। সৌদামিনীর কপাল তো সারা জীবনের জন্য পুড়ল। এই কাঁচা বয়সে বিধবা হওয়ার যে কি জ্বালা। একে তো আমিষ খাবারের তার পাঠ চুকল। একাদশীতে পুরো নির্জলা উপোষ থাকতে হয়। তৃষ্ণায় গলা শুকিয়ে আসে। তবুও এক ফোঁটা জল খাওয়ার তার হুকুম নেই। একবার সৌদামিনী একাদশীর দিন তৃষ্ণার চোটে জল খেতে গিয়েছিল। তখন শাশুড়ী মা তেড়ে এসে তার হাতের জলের ঘটিটা নিয়ে ছুঁড়ে ফেলে বললেন, "রাক্ষসী, আমার ছেলেকে খেয়েছিস, এখন একাদশীর দিন জল খেয়ে সংসারের অমঙ্গল ডেকে আনছিস।" এইরমক খুটিনাটি ভুল করলেই শাশুড়ী মায়ের গঞ্জনা শুনতে শুনতে চোখের জল বেরোতে বেরোতে তা শুকিয়ে এক সময় শুকিয়ে যেত।

সৌদামিনীর পরিবারে তার বিধবা শাশুড়ী মা ও এক বিবাহযোগ্য দেওর আছে। দেওয়রটি সৌদামিনীর থেকে বয়সে কিছুটা বড়। সৌদামিনী নিঃসন্তান। চোদ্দ বছর বয়সে তার বিয়ে হয়ে ছিল। বিয়ের কয়েক বছরের মধ্যেই তার স্বামী মুরালিনাথ অসুখে পড়ে। দাম্পত্য জীবনের সুখটা কদিনই বা সৌদামিনী পেয়েছে। এখন তার ভরা যৌবন।তার ওপর সুন্দরী। এক ঢাল কালো চুল সৌন্দর্যটা আটকানোর জন্য ছোটো করে যতই ছেঁটে দেওয়া হোক,যতই সাদা থান পরুক, শরীরের চারদিক দিয়ে যেন যৌবনের সৌন্দর্য উঁকি মারে। তখনকার দিনে ব্লাউজ পরার চল ছিল না। অনাবৃত শরীর পুরোটাই সাদা থানে ঢাকা থাকত। তার মধ্য দিয়ে শরীরে ফুটে ওঠা যৌবন কে ভিতরে আটকানোর চেষ্টা করলেও,সেটা আটকে রাখা কি যায়?

একদিন সৌদামিনী বাড়িই পুকুরে স্নান সেরে ঘড়ায় জল নিয়ে বাড়ির দিকে আসছিল। হঠাৎ তার দেওর উমানাথের দিকে ঘাটের ওপর বসার জায়গায় চোখ পরে যায়। গামছাটা ভালো করে গায়ে জড়িয়ে সলজ্জ ভাবে মাথায় ঘোমটা দিয়ে তাড়াতাড়ি বাড়ির দিকে হেঁটে চলে আসতে থাকে। দেওর উমানাথ সৌদামিনী কে হঠাৎ ডেকে বলল, বৌঠান শোনো, "তোমার খুব কষ্ট না, একাদশীর দিন মা তোমার সঙ্গে যা ব্যবহার করল, মায়ের হয়ে আমি ক্ষমা চাইছি। চোখটা উমানাথের সৌদামিনীর মুখের দিকে সোজাসুজি ছিল না।কিঞ্চিত নিচে সৌদামিনীর বক্ষের দিকে তীক্ষ্ণ কামাতুর দৃষ্টি। সৌদামিনী মাথা নেড়ে তাড়াতাড়ি চলে গেল।

দেওয়ের ঐ দৃষ্টিটার অর্থ সৌদামিনী বুঝতে পেরেছে। সেই কারণে সে তাকে সর্বদা এড়িয়ে এড়িয়ে চলতে থাকে। খাবার পরিবেশন করেই সেখান থেকে সরে যায়। এই নিয়ে শাশুড়ী মার কাছে তাকে অনেক কথা শুনতে হয়েছে। "দেওর খাচ্ছে,আবাগীর বেটি একটু পাখার বাতাস করতে হয়, সেটা জানে না।"

এদিকে উমানাথ ছায়ার মত সৌদামিনীর পিছনে পড়ে থাকে, তার মার অনুপস্থিতিতে। উমানাথ একদিন বলল, "বৌদি একাদশীতে তোমাকে এত কষ্ট করে উপোষ করতে হবে না, মাকে লুকিয়ে তোমাকে আমি ফল মিষ্টি খাওয়াব।" সৌদামিনী উমানাথের কু উদ্দেশ্য বুঝতে পেরে বলল, "তার দরকার হবি নি ঠাকুর পো। আপনি এখন যান আমাকে কাজ করতে দিন।" উমানাথ রেগে চলে গেল।

একদিন সৌদামিনী ভর দুপুরবেলায় পুকুর ঘাটে বাসন মাজতে গেছে। বেশ মন দিয়ে বাসন মাজছে। বক্ষের কাপড়টা কিঞ্চিত সরে গেছে। সে খেয়াল করেনি। উমানাথও ঐ সময় অছিলা করে পুকুরে মাছ ধরতে এসছে। সৌদামিনী মন দিয়ে বাসনই মেজে যাচ্ছে,উমানাথকে খেয়াল করে নি। এদিকে সৌদামিনীকে দেখে উমানাথের শরীরে কামনার লিপ্সা জেগে উঠল। সে সৌদামিনীকে পিছন থেকে জাপটে ধরল। সৌদামিনী কিছুতেই ওকে ছাড়াতে পারল না। অনুনয় করে বলতে লাগল, "ছাড়ুন আমায়, নোকে দেখলে সববনাশ হয়ে যাবে,আমাকে কলঙ্কিনী বলবে।" অঝোরে কাঁদতে লাগল। উমানাথ সৌদামিনীকে আস্তে করে উঠিয়ে বলল, "কেউ নেই এখানে বৌঠান, কোনোদিনও দাদা তোমাকে যৌবনের সুখ দিতে পারি নি। আমি তোমাকে সব দিয়ে ভরিয়ে দেব।" সৌদামিনীর চোখে মুখে বক্ষে চুম্বন করতে লাগল। সৌদামিনীর শরীরটাকে নিজের শরীরের সাথে একাত্ম করল। সৌদামিনীর প্রতিবাদ করার ক্ষমতা নিমেষের মধ্যে কে যেন কেড়ে নিল। সে স্থবিরের মত চোখ বন্ধ করে দাঁড়িয়ে রইল। যৌবনের সুপ্ত কামনা, বাসনাগুলো একএক করে বেরিয়ে আসছে। উমানাথ যেন সেগুলোকে নিমিষের মধ্যে পূরণ করছে। এক অসহায় যুবতী বিধবার সুপ্ত কামকে পরিতৃপ্ত করছে এক কামলোভী পুরুষ তার বেছানো মায়াজালে। সেই মায়াজাল থেকে সৌদামিনী কিছুতেই বেরোতে পারল না। শাশুড়ী মার অলক্ষ্যে তাদের গভীর মেলামেশা চলতে লাগল।

এদিকে উমানাথের বিয়ের ঠিক হয়েছে। মস্ত বড়লোকের একমাত্র মেয়ে সুচেতনা। চোদ্দ বছর বয়স। মিষ্টি দেখতে। বিয়েও ধুমধাম করে হয়ে গেল। সৌদামিনীর বিয়েটা মেনে নিতে ভিতর থেকে খুব কষ্ট হচ্ছিল,কারণ উমানাথের সঙ্গে তার সম্পর্কটা পাপের জানা সত্ত্বেও কামনা তৃপ্তির ঊর্ধ্বেও উমানাথকে সে মন দিয়ে বসেছিল, হয়ত সুন্দরী বউ পেয়ে তার বৌঠানকে ভুলে যাবে এইভেবে। সত্যিই উমানাথ সুচেতনাকে পেয়ে সৌদামিনীকে ভুলে গেল। সৌদামিনী প্রতিটা রাত কামনার আগুনে ছটছট করত। একদিন সে উমানাথ কে বলল, "ঠাকুর পো বউ পেয়ে আমাকে ভুলে গেলে। তবে কেন আমাকে সেদিন কামনার মোহে জড়িয়ে ছিলে? আমি যে তোমাকে ভালোবেসে ফেলেছি। আমি তো বেশ ছিলাম।" কেন আমাকে তুমি পাপের পথে নামালে?"উমানাথ বলল, "সে দিন ভুলে যাওয়াই ভালো। দুজনেই সেদিন কামনার আগুনে মেতে ছিলাম বৌঠান। এখন আমার সংসার হয়েছে। আমাকে দয়া করে সংসার করতে দাও।" সৌদামিনী বলল, শুধু কামনার আগুন? আমি কি নিয়ে থাকব বলতে পার?" স্বার্থপর, কামলোভী উমানাথের কাছ থেকে এই কথার কোনো উত্তর সে পাই নি। সেদিন সৌদামিনীর দুচোখ দিয়ে জল গড়িয়ে পরেছিল। এক অতৃপ্ত যুবতী বিধবা আস্তে আস্তে নিজের কামনা কে আবার দমন করতে লাগল। মুহূর্তের একতরফা ভালোবাসাকে ছিন্ন করে দিল।

অনেক বছর কেটে গেল। শাশুড়ী মা গত হয়েছেন। পুরো সংসারের দায়িত্ব সৌদামিনীর ওপর পড়েছে।উমানাথের কাছে সেই অধিকারটা সে পেয়েছে নিজের যোগ্যতা বলে।সে এখন বাড়ির কর্তী। তার কথায় পুরো সংসার চলে। সুচেতনা বড় জা কে শাশুড়ী মার মত সমীহ করে। সুচেতনার দুটি ছেলে মেয়ে জেঠিমা অন্তপ্রাণ। যত আবদার তাদের সৌদামিনী মেটায়। ওরাই এখন ওর বেঁচে থাকার প্রেরণা। আসলে সৌদামিনীর মত নারীরা সব কিছুকেই জয় করতে পারে। আর উমানাথের মত পুরুষরা শুধু তাদের কাম পরিতৃপ্ত করার জন্য সুযোগের সদ্ব্যবহার করে।

কোভিড সামলাতে খুলে দেওয়া হবে রেল হাসপাতাল

কলকাতা: দেশে করোনা আক্রান্তের সংখ্যা বাড়ছে প্রতিদিন। তবে কিছু দিন আগে পরিস্থিতি অনেকটাই স্বাভাবিক হয়ে গিয়েছিল, এর ফলে রোগীর অভাবে করোনার জন্য তৈরি করা বেশ কিছু হাসপাতাল ও বন্ধ করে দেওয়া হয়েছিল। তাই পরিস্থিতির সামাল দিতে রাজ্যগুলিকে কেন্দ্রের নির্দেশ হাসপাতাল, বেড, অক্সিজেন, আইসিইউ তৈরি রাখতে হবে হাসপাতালগুলিকে। আর এরকম এক অবস্থায় গুরুত্বপূর্ণ সিদ্ধান্ত নিল রেল। ১০ জানুয়ারি কেন্দ্রীয় রেল মন্ত্রকের তরফে ঘোষণা করা হয়েছে, কোভিড আক্রান্তদের জন্য খুলে দেওয়া হবে রেল হাসপাতাল।

পেরাম্বুর রেল হাসপাতাল

দেশের প্রত্যেকটি বড় শহরের স্বাস্থ্য পরিকাঠামোর মধ্যে অন্যতম এই রেল হাসপাতাল। তবে, শুধুমাত্র রেল কর্মচারীরাই ওই হাসপাতাল ব্যবহার করতে পারেন। কেন্দ্রীয় রেলমন্ত্রী অশ্বিনী বৈষ্ণব রেল বোর্ডের সব ডিরেক্টরদের সঙ্গে একটি বৈঠক করেন। ওই বৈঠকের পর দেশের প্রত্যেকটি রেল জোনকে নির্দেশিকা পাঠানো হয়েছে। তাতে বলা হয়েছে, যদি কোনো জোনে বা শহরে যদি দেখা যায় হাসপাতালের অভাবে ওই জোন বা শহরের করোনা রোগীদের চিকিৎসা ব্যবস্থা ব্যাহত হচ্ছে তাহলে সাধারণের জন্য খুলে দেওয়া হবে রেল হাসপাতাল। রেল হাসপাতালের ওষুধ, অক্সিজেন, তরল অক্সিজেনের ট্যাঙ্ক-সহ অন্য স্বাস্থ্য পরিকাঠামোগুলিরও সুবিধা গ্রহণ করতে পারবেন সাধারণ মানুষ। একই সঙ্গে রেল স্টেশনগুলিতে মাস্ক পরা এবং স্যানিটাইজার ব্যবহারের জন্য সচেতনতা অভিযান চালানো হবে রেল কর্তৃপক্ষের তরফে।

করোনার তৃতীয় ঢেউয়ের মধ্যে গোটা দেশে শুরু হয়েছে বুস্টার ডোজ। এই টিকা পাচ্ছেন ফ্রন্টলাইন ওয়ার্কার ও ষাট বছরের বেশি বয়স্ক মানুষজন। এরাজ্যেও ৪০ লাখ মানুষকে দেওয়া হবে বুস্টার ডোজ। বর্তমানে গোটা দেশেই এখন সরকারের কাছে যেটা চ্যালেঞ্জ তা হল চিকিৎসক, স্বাস্থ্যকর্মী ও চিকিৎসা পরিষেবার সঙ্গে যারা যুক্ত তাদের অভাব আছে। সেকথা মাথায় রেখেই এমন পদক্ষেপে নিয়েছে রেল কর্তৃপক্ষ।

বালুরঘাট ও কালিম্পংয়ে চালু হল আরটি-পিসিআর ল্যাব

শিলিগুড়ি: বালুরঘাট এবং কালিম্পংয়ে আরটি-পিসিআর ল্যাবরেটরি চালুর ছাড়পত্র দিল ইন্ডিয়ান কাউন্সিল অফ মেডিকেল রিসার্চ (আইসিএমআর)। ৭ জানুয়ারি এব্যাপারে ছাড়পত্র দিয়েছে আইসিএমআর। এর ফলে উত্তরবঙ্গের প্রতিটি জেলাতেই করোনার জন্য লালার নমুনা পরীক্ষার ব্যবস্থা তৈরি হল।

বালুরঘাট এবং কালিম্পংয়ে আরটি-পিসিআর পরীক্ষার ব্যবস্থা চালু করার জন্য কয়েকমাস আগেই পরিকাঠামো তৈরি করা হয়। কিন্তু নিয়ম মেনে পরীক্ষা পরে বৈধতার জন্য আইসিএমআর-এর কাছে পাঠাতে হয়। সেই কাজটি এতদিনে সম্পূর্ণ হওয়ায় ল্যাব চালানোর অনুমতি দিল আইসিএমআর। ১০ জানুয়ারি থেকে বালুরঘাট জেলা হাসপাতাল এবং কালিম্পং জেলা হাসপাতালে কোভিড টেস্টিং ল্যাবরেটরি পুরোদমে কাজ শুরু করবে।

স্বাস্থ্য দপ্তরের এক শীর্ষকর্তা জানান, লালার নমুনা পরীক্ষার ব্যবস্থা না থাকায় অন্য জেলার ভিআরডিএল বা আরটি-পিসিআর টেস্ট ল্যাবের নির্দেশ মেনে নির্দিষ্ট সংখ্যক নমুনাই পাঠাতে পারত এই দুটি জেলা। কিন্তু এবার নিজস্ব পরিকাঠামো তৈরি হয়ে ছাড়পত্র চলে আসায় অনেকটাই সুবিধা হল। বিশেষ করে করোনার তৃতীয় ঢেউয়ের জেরে দৈনিক সংক্রমণ যেখানে লাফিয়ে বাড়ছে, সেক্ষেত্রে আরও বেশি এবং দ্রুততার সঙ্গে নমুনা পরীক্ষা করে সংক্রমিতদের চিহ্নিত করা যাবে।

ফের টিটি বোর্ডে ফিরতে চান ভারতী ঘোষ

শিলিগুড়ি: শরীর ভালো নেই টেবিল টেনিস কোচ ভারতী ঘোষের তবুও টিটি বোর্ডে ফেরার দিকেই মন পড়ে আছে তাঁর। বিশেষ চাহিদাসম্পন্ন খেলোয়াড়দের নিয়েই তাঁর সবচেয়ে বেশি চিন্তা। সামনে অনেক প্রতিযোগিতা আছে তার আগে অনুশীলন প্রয়োজন। দ্রুত সুস্থ হয়ে তাদের প্র্যাকটিস করাতে চান ভারতীদেবী। ভগ্ন শরীরেও তিনি নিয়মিত সবার খোঁজ রাখছেন। শহরের দুই প্রাক্তন মন্ত্রী গৌতম দেব ও অশোক ভট্টাচার্য তাঁর শারীরিক অবস্থার খোঁজ নিয়েছেন।

রেলের চাকরি থেকে প্রায় দুই বছর হল অবসর নিয়েছেন তিনি। বর্তমানে ভারতী দেবীর বয়স প্রায় আশির কোঠায়। এই বয়সেও খালোয়াড় তৈরিতে সমান সক্রিয় ছিলেন 'বাই'। কোভিড পরিস্থিতিতেও তিনি বিনা পারিশ্রমিকে প্রতিদিন খেলা শেখাতেন দেশবন্ধু পাড়ার অমিত আগরওয়াল টিটি অ্যাকাডেমিতে মান্তু ঘোষ ও গণেশ কুণ্ডুদের পাশাপাশি আরও অনেক জাতীয় ও আন্তর্জাতিক মানের খেলোয়াড় তৈরি করেছেন তিনি।

গত ৩১ ডিসেম্বর অসুস্থ হয়ে পড়েন ভারতীদেবী। ১ জানুয়ারি তাঁকে হিলকার্ট রোডের এক বেসরকারি নার্সিংহোমে ভর্তি করা হয়। পরীক্ষার পর দেখা যায় তাঁর মস্তিষ্কে রক্তক্ষরণ হয়েছে। অস্ত্রোপচারের পর তিনি বাড়িতে ফিরে এসেছেন। তবে ডানদিক অবশ হয়ে যাওয়ায় তিনি আর আগের মত চলাফেরা করতে পারছেন না। বিছানা থেকে উঠে বসতেও সাহায্য লাগে। তাঁর ফিজিওথেরাপি চলছে।

ভারতীদেবী বলেন, শরীরটা ভালো নেই সুস্থ হয়ে আবার টিটি বোর্ডে ফিরতে চাই। আমার চিন্তা হচ্ছে বিশেষচাহিদা সম্পন্ন খেলোয়াড়দের নিয়ে। সামনে ওদের অনেক প্রতিযোগিতা আছে। আর আমি বাড়িতে পরে আছি। জানিনা ওরা কি ভাবে অনুশীলন করছে।

রাজ্যসেরা শিলিগুড়ির সূর্য সেন মহাবিদ্যালয়

শিলিগুড়ি: ২০২০-২১ সালের সেরা এনএসএস ইউনিট হিসেবে এই কলেজের এনএসএস ইউনিট-২-কে বেছে নেওয়া হয়েছে। এনএসএস-এর রাজ্য সেলের আয়োজনে স্বাস্থ্যবিধি মেনে ৭ জানুয়ারি কলকাতার রামকৃষ্ণ বিদ্যামন্দিরের বিবেকানন্দ সভাগৃহে এক অনুষ্ঠানে কলেজ কর্তৃপক্ষের হাতে এই সম্মান তুলে দেওয়া হয়। কলেজের অধ্যক্ষ প্রণবকুমার মিশ্রর পাশাপাশি সংশ্লিষ্ট ইউনিটের প্রোগ্রাম অফিসার ববিতা প্রসাদ পুরস্কারটি গ্রহণ করেন। করোনাকালে সূর্য সেন মহাবিদ্যালয়ের এই ইউনিটের সদস্যরা রাস্তায় নেমে কাজ করেছেন। দুঃস্থদের খাবার জোগানোর পাশাপাশি বাড়ি বাড়ি গিয়ে ভ্যাকসিনের জন্য রেজিস্ট্রেশন টিকাকরণ কেন্দ্র থেকে শুরু করে স্কুল বন্ধ থাকাকালীন বস্তির শিশুদের পড়াশোনা, চা বাগানগুলিতে গিয়ে দুস্থ শিশুদের হাতে জামাকাপড় তুলে দেওয়ার সবটাই করেছেন তারা রাজ্যের সেরা ভলান্টিয়ার হিসেবে নির্বাচিত হয়েছেন এই ইউনিটেরই পল্লব বিশ্বাস ও অনুরক্তি ঘোষ।

আদমি প্রকল্পে সেরা জলপাইগুড়ি ও আলিপুরদুয়ার জেলা

জলপাইগুড়ি: আদমি (অ্যাক্সিলারেটেড ডেভেলপমেন্ট অফ মাইনর ইরিগেশন) প্রকল্পে রাজ্যের মধ্যে প্রথম স্থান অধিকার করেছে জলপাইগুড়ি ও আলিপুরদুয়ার জেলা। এই প্রকল্পের মাধ্যমে চাষ আবাদ করে এই দুই জেলায় কৃষিক্ষেত্রে ভালো ফল পাওয়া গিয়েছে। জলসম্পদ ও অনুসন্ধান দপ্তরের মন্ত্রী মানস ভুঁইয়া, প্রকল্পের দায়িত্বে থাকা দুই ইঞ্জিনীয়ারকে অভিনন্দন জানিয়ে বলেন, ভালো কাজ হয়েছে। আমি নিজে দুই জেলায় গিয়ে সবটা দেখে আসব।

আদমি প্রকল্পের মাধ্যমে এই দুই জেলায় আর্থিক উন্নয়নের জন্য সেচের কাজ সহ কালো নুনিয়া ধানের চাষ হচ্ছে। এর পাশাপাশি দুই জেলার বিভিন্ন ব্লকে ৮২ বিঘা জমিতে মিশ্র ফলের বাগানও তৈরি হয়েছে। এছাড়াও জলপাইগুড়ি ও আলিপুরদুয়ার জেলায় নার্সারি তৈরি করা হয়েছে যাতে চাষিরা উপকৃত হতে পারেন। কৃষি ছাড়াও মৎস্য চাষেও আলিপুরদুয়ার জেলায় তাঁদের সহায়তা করা হচ্ছে। দুই জেলার আটটি ব্লকে ৩৯৬ হেক্টর জমিতে বিভিন্ন প্রজাতির মাছ চাষের প্রকল্পে চাষিদের সহায়তা করা হচ্ছে।

উল্লেখ্য, এই প্রকল্পের মূল লক্ষ্য হল ভূপৃষ্ঠ ও ভূগর্ভস্থ জল সম্পদকে কাজে লাগিয়ে পরিকল্পিত ক্ষুদ্র সেচ ব্যবস্থার মাধ্যমে এক ফসলি জমিকে প্রকল্পের মাধ্যমে বহু ফসলি জমিতে রূপান্তরিত করে কৃষিজাত ফলনের উৎপাদন বৃদ্ধি। আলিপুরদুয়ার জেলায় ২৯৩টি ক্ষুদ্র সেচ প্রকল্পে বিভিন্ন জল সরবরহকারী সমিতির হাতে প্রকল্পের দায়িত্ব হস্তান্তরিত করা হয়েছে। এই প্রকল্পের অধীন সেচ সেবিত এলাকার ৭,১৩৫ হেক্টর এলাকায় উপকৃত চাষির সংখ্যা ১২ হাজার ১০৯ জন। চলতি আর্থিক বছরে আলিপুরদুয়ার জেলায় ১২টি নতুন প্রকল্পের কাজ শুরু হয়েছে।

কৃষক সভার জলপাইগুড়ি জেলার নেতা অধ্যাপক জিতেন দাস অবশ্য অন্য কথা বলেছেন। তাঁর কথায় সরকার প্রকল্পের পর প্রকল্প ঘোষণা করছে। অথচ প্রকল্প বাস্তবায়নের ক্ষেত্রে সাফল্য পাওয়া যাচ্ছেনা। মাছের পুকুরগুলি শামুকে ভরে গেছে। সেদিকে সরকারের কোন হুঁশ নেই।

টটপাড়ায় তৈরি হল পুরুষদের প্রথম স্বনির্ভর গোষ্ঠী

শামুকতলা: আলিপুরদুয়ার জেলার আলিপুরদুয়ার-২ ব্লকে এই প্রথম তৈরি হল পুরুষদের স্বনির্ভর গোষ্ঠী। ডিসেম্বরের শেষ দিকে টটপাড়া গ্রামপঞ্চায়েতে নেতাজী ও বিদ্যাসাগর নামে এইদুটি স্বনির্ভর গোষ্ঠী গঠন করা হয়। জেলার প্রতিটি গ্রামপঞ্চায়েতেই পুরুষদের স্বনির্ভর দল তৈরির উদ্যোগ নেওয়া হয়েছে। জেলা পঞ্চায়েত ও গ্রামোন্নয়ন দপ্তর সূত্রে জানা গেছে, রাজ্য থেকে জেলায় ৩,৯৫০টি পুরুষ স্বনির্ভর গোষ্ঠী গড়ার লক্ষ্য নেওয়া হয়েছে। সেই হিসেবেই জেলার ৬৪টি গ্রামপঞ্চায়েতেকে নির্দেশ দেওয়া হয়েছে।

আলিপুরদুয়ার-২ ব্লকে পুরুষ স্বনির্ভর গোষ্ঠী তৈরি প্রসঙ্গে পঞ্চায়েত সমিতির সভাপতি অনুপ সাদ জানান, ব্লকের ১১টি গ্রামপঞ্চায়েতে ১০০টি করে গোষ্ঠী তৈরির সিদ্ধান্ত নেওয়া হয়েছে। তিনি জানান, জেলায় প্রথম পুরুষ স্বনির্ভর গোষ্ঠী তৈরি করার পর তাঁদের লক্ষ্য রাজ্যে প্রথম হওয়ায়। টটপাড়া-২ গ্রামপঞ্চায়েতের শতদল সংঘের সিএসপি পাপিয়া রায় বলেন, দুটি গোষ্ঠী তৈরি করার তাঁদের লক্ষ্য রাজ্যে প্রথম হওয়া। তিনি আরও জানান, দুটি গোষ্ঠী গড়ার পর আরও পাঁচটি দল করার জন্য সভা হয়েছে।

বেকার যুবকদের রোজগারের সন্ধান দিতে স্বনির্ভর গোষ্ঠী গড়ার উদ্যোগ নিয়েছে রাজ্য সরকার। সরকারি ভাবে এই গোষ্ঠীগুলিকে প্রোডিউসার্স গ্রুপ হিসেবে চিহ্নিত করার কথা বলা হয়েছে। এই গোষ্ঠী গুলি ছোট ব্যবসা বা কৃষিকাজে নিযুক্ত থাকতে পারবে। এই ব্যাপারে রাজ্য সরকারের বিভিন্ন প্রকল্পের সুবিধা পাবে এই গোষ্ঠীগুলি। এছাড়া রাজ্য সমবায় দপ্তরের কোঅপারেটিভ ব্যাংক ও অন্য ব্যাংক থেকে গোষ্ঠীর সদস্যরা সহজ শর্তে ঋণ নিতে পারবেন। মহিলাদের গোষ্ঠীর মতই প্রত্যেক সদস্য প্রাথমিক ভাবে ১০ থেকে ১৫ হাজার টাকা পর্যন্ত ঋণ নিতে পারবেন। এক একটি গোষ্ঠীতে সর্বোচ্চ চারজন করে সদস্য থাকতে পারবেন। প্রত্যেক সদস্য প্রাথমিক ভাবে ১০ থেকে ৫০ হাজার টাকা পর্যন্ত ঋণ নিতে পারবেন। উল্লেখ্য, মহিলা স্বনির্ভর গোষ্ঠী গড়ার ক্ষেত্রে যে নিয়ম আছে সেই নিয়মেই পুরুষদের স্বনির্ভর গোষ্ঠী গড়া হবে।

পিবিইউ'তে রাজবংশী উপাচার্য নিয়োগের দাবি

কোচবিহার: কোচবিহারে ঠাকুর পঞ্চানন বর্মা ইউনিভার্সিটিতে (পিবিইউ) রাজবংশী উপাচার্য নিয়োগের দাবিতে আন্দোলনে নামল রাজবংশী উন্নয়ন মঞ্চ। এই দাবিতে ইউনিভার্সিটির বিভিন্ন এলাকায় ব্যানার ও পোস্টার লাগানো হয়। মঞ্চের অভিযোগ, বিশ্ববিদ্যালয় হওয়ার পর স্থায়ী উপাচার্য নিয়োগ হয়নি। অস্থায়ী উপাচার্য দিয়ে কাজ চালানো হচ্ছে। তাঁর মেয়াদ বৃদ্ধি করা হচ্ছে। কিছুদিনের মধ্যে সেই মেয়াদও শেষ হয়ে যাবে। এবার তাঁরা চান, এর পর যেন রাজবংশী সম্প্রদায়ের কোনও ব্যক্তিকে স্থায়ী উপাচার্য হিসেবে নিয়োগ করা হয়।

শুধু এটাই নয়, মঞ্চের অভিযোগ, রাজবংশী ছাত্রছাত্রীদের উন্নয়নের স্বার্থে এই বিশ্ববিদ্যালয় করা হলেও এখানে রাজবংশী ছাত্রছাত্রীরা প্রাধান্য পাচ্ছেন না। এমনকী, কোচবিহার জেলার ছাত্রছাত্রীরাও তেমন প্রাধান্য পাচ্ছে না। প্রাধান্য পাচ্ছে কলকাতার ছাত্রছাত্রীরাই। এছাড়াও বিশ্ববিদ্যালয়ের বেশ কিছু ক্ষেত্রে অনিয়মেরও অভিযোগ তুলেছেন তাঁরা, এই সব দাবি সামনে রেখেই তাদের আন্দোলন।

Vol: 26, Issue: 1, 14 January - 27 January, 2022 পূর্বোত্তর ৫

সুন্দরী প্রতিযোগিতার গর্ব মালদার তনিষ্ঠা

মালদা: সুন্দরী প্রতিযোগিতায় রাজ্য এবং জাতীয় স্তরে পরপর চারটি সাফল্য অর্জন করলেন মালদার মেয়ে তনিষ্ঠা ভৌমিক। কলকাতার আশুতোষ কলেজে ইংরেজী অর্নাসের ছাত্রী তনিষ্ঠার লক্ষ্য হল মিস ইন্ডিয়ায় অংশ গ্রহণ করা ও অভিনেত্রী হওয়ায়।মালদার সুভাষপল্লি এলাকার বাসিন্দা তনিষ্ঠার এই সাফল্যে গর্বিত পরিবার সহ পাড়া – প্রতিবেশীরা।

ইংরেজী মাধ্যমে পড়াশোনা করে বড় হওয়ায় তনিষ্ঠার ছোট থেকেই সুন্দরী প্রতিযোগিতায় সুনাম অর্জনের লক্ষ্য ছিল। জানা গিয়েছে গত ১৭ ডিসেম্বর মিস ওয়েস্ট বেঙ্গল আইগল্যাম প্রতিযোগিতায় প্রথম স্থান দখল করেছেন তিনি। তার আগে ৩০ অক্টোবর মিস কলকাতা প্রতিযোগিতায় প্রথম পাঁচ জনের মধ্যে স্থান পেয়েছেন তিনি। এর পাশাপাশি বেঙ্গল প্রতিযোগিতায় প্রথম স্থান দখল করেছেন তিনি। এছাড়াও ডিসেম্বরে অনুষ্ঠিত মিস নেক্সট ফেস অফ ইন্ডিয়া প্রতিযোগিতায় দেশের বিভিন্ন প্রান্ত তথা অসম, বিহার, সিকিম সহ অনেক রাজ্য থেকে অংশগ্রহণকারী প্রায় ৫০জন প্রতিযোগীকে পেছনে ফেলে দ্বিতীয় স্থান অর্জন করেন তনিষ্ঠা।

তনিষ্ঠা জানান, ছোট থেকেই তাঁর গ্ল্যামার ওয়ার্ল্ডে খেতাব জয়ের স্বপ্ন ছিল তাঁর।পাশাপাশি ভালো অভিনেত্রী হিসাবেও কাজ করার ইচ্ছা রয়েছে তাঁর। তিনি বলেন এই সব সুন্দরী প্রতিযোগিতায় অনলাইনের মাধ্যমেই আবেদন জানিয়েছিলেন তিনি। সুযোগ পাওয়ার পর প্রাথমিক পর্যায়ে বাছাই পর্বে পরপর তাঁকে বেছে নেওয়া হয়। পরবর্তীতে এই চারটি প্রতিযোগিতাতেই তিন সফল হন।

মৌনীর বিয়ে ২৭ জানুয়ারি

বীচ ওয়েডিং পচ্ছন্দ হবু দম্পতির

কলকাতা: বলিউড ও টলিউড মিলিয়ে উত্তরবঙ্গের একনম্বর মেগাস্টার হলেন মৌনী রায়। এতদিন ধরে বলিউড ও সর্বভারতীয় সংবাদ মাধ্যমে তাঁর বিয়ের তারিখ নিয়ে নানা জল্পনা চলছিল। অবশেষে ২৭ জানুয়ারি বিয়ের পিঁড়িতে বসতে চলেছেন মৌনী। পাত্র দুবাই প্রবাসী বয়ফেন্ড সুরজ নাম্বিয়ার।

মৌনীর বেশ কয়েকজন আত্মীয় এখনো কোচবিহারে থাকেন। প্রথমে তাঁর এক তুতো দাদাই সংবাদ মাধ্যমকে তাঁর বিয়ের কথা জানিয়েছিলেন। এবার কিন্তু তাঁরা মুখে কুলুপ এঁটেছেন। সম্ভবত মৌনীর তরফে তাঁদের বারণ করা হয়েছে কোন কথা বলতে।

জানা গিয়েছে মৌনী সম্প্রতি গোয়াতে বন্ধুদের সঙ্গে সময় কাটাচ্ছেন। তখনই জল্পনা তুঙ্গে ওঠে। ১৩ জানুয়ারি জানা যায় বীচ ওয়েডিং-এ আগ্রহী মৌনী ও তাঁর প্রেমিক। শোনা যাচ্ছে বিয়েতে করণ জহর, একতা কাপুর, মণীশ মালহোত্রার মত সেলেবরা থাকবেন বলে কথা দিয়েছেন। মাঝে শোনা গিয়েছিল দুবাইতে বিয়ে করবেন তাঁরা। আপাতত তা বাতিল হয়েছে। সম্ভবত কোভিডের কথা মাথায় রেখেই মুম্বই ও দুবাইতে বিয়ের অনুষ্ঠান বাতিল করেছেন মৌনী ও তাঁর পরিবার। প্রথমে কথা ছিল কোচবিহারেও একটি অনুষ্ঠান হবে ছোটবেলার বন্ধুবান্ধব ও আত্মীয় পরিজনদের জন্য। তবে এখনও পর্যন্ত তা স্পষ্ট নয়।

"রীতি" চরিত্রে ছোট পর্দায় মন জয় করছেন অভিনেত্রী কোয়েল

কলকাতা: কোয়েল ধর বাংলা চলচিত্রের একজন প্রখ্যাত অভিনেত্রী। ব্ল্যাক কফি (২০১৭) সিনেমাতে তাঁর অভিনয় চলচিত্র জগৎ-এ বেশ সাড়া ফেলেছিল। তারপরও বেশ কয়েকটি ছবিতে অভিনয় করেছেন। বড় পর্দায় কাজ করার পরও ছোট পর্দায় 'ইকিরমিকির' ধারাবাহিকে "রীতি" চরিত্রে অভিনয় করে দর্শকদের মন জয় করছেন বাংলা চলচিত্রের এই বিশিষ্ট অভিনেত্রী। পর্দার রীতি যেমন সাজগোজ করতে পছন্দ করেন ব্যক্তিগত জীবনে কোয়েল তাঁর একদম উল্টো। পর্দার রীতির সঙ্গে আসল জগৎ-এর কোয়েলের কোন মিল নেই, সেকথা কোয়েল নিজেই জানিয়েছেন।

কোয়েলের পরিবারে রয়েছে কোয়েল, তাঁর মা ও দিদি। কোয়েলের, জন্ম থেকে পড়াশুনো ও বেড়ে ওঠা রানিগঞ্জে। এখনো অবসর সময়ে সেখানে থাকতেই পছন্দ করেন। প্রথমে গান্ধী মেমোরিয়াল হাই স্কুল থেকে পড়াশুনা করেন, পরে টিবিডি কলেজে অ্যাকাউন্টেন্সিতে স্নাতক ডিগ্রী লাভ করেন কোয়েল। এর পর অভিনয়ের প্রতি তাঁর ভালবাসাই তাকে কলকাতা নিয়ে এসেছে। কোয়েল জানিয়েছেন, তাঁর মা তাকে ছোটোবেলা থেকেই অভিনয় করা নিয়ে খুব সাপোর্ট করতেন। তবে অভিনয়ের জগতে না আসলে কোয়েলের এমবিএ করার ইচ্ছে ছিল এমনটাই জানান তিনি।

রানিগঞ্জ থেকে কলকাতায় এসে তিনি প্রথমে একটি অভিনয় শিক্ষা কেন্দ্রে ভর্তি হন। তার পর বিভিন্ন জায়গায় অডিশন দিতে দিতে দূরদর্শনে কাজের সুযোগ পান। সেখানে 'দিশা' সিরিয়ালে তাঁর অভিনয় সবার দৃষ্টি আকর্ষন করে নেয়। এর পর তাকে আর পেছনে তাকিয়ে দেখতে হয় নি। একের পর এক সেরা ছবিতে অভিনয় করেছেন। তাঁর করা কিছু ছবিগুলির মধ্যে উল্লেখযোগ্য 'নেমপ্লেট', 'ব্ল্যাক কফি' 'আত্মজা' প্রমুখ। শিগগিরই মুক্তির অপেক্ষায় রয়েছে নতুন ছবি 'বিপ্লব আজ ও কাল'। কথা প্রসঙ্গে কোয়েল জানিয়েছেন, 'ব্ল্যাক কফি' ছবিতে কাজ করার সময় শাশ্বত চট্টোপাধ্যায়ের সঙ্গে স্ক্রিন শেয়ার করার অভিজ্ঞতা তাকে সমৃদ্ধ করেছে।

উন্মোচন করা হল ধনেশ্বর রায়ের আবক্ষ মূর্তি

আলিপুরদুয়ার: ৫ জানুয়ারি ফালাকাটার জটেশ্বরের আলিনগরে প্রয়াত ভাওয়াইয়া শিল্পী, সুরকার ও গীতিকার ধনেশ্বর রায়ের আবক্ষ মূর্তি উন্মোচিত করা হয়। এদিন মুর্তিটি উন্মোচন করেন উত্তরবঙ্গ উন্নয়ন পর্ষদের চেয়ারম্যান রবীন্দ্রনাথ ঘোষ, উপস্থিত ছিলেন পর্ষদের দুই ভাইস চেয়ারম্যান প্রাক্তন মন্ত্রী বিনয়কৃষ্ণ বর্মন ও মৃদুল গোস্বামী এবং জটেশ্বর-২ গ্রাম পঞ্চায়েতের প্রধান সমরেশ পাল।

ধনেশ্বর রায়ের কয়েকটি উল্লেখযোগ্য গান হল- ও বৈদেশিয়া বন্ধুরে/আর একবার উত্তরবাংলা আসিয়া যাও/ হামার কথা শুনিয়া যাও'- উত্তরবঙ্গ উৎসবের থিম সং। তাঁর বাড়ি জটেশ্বরের আলিনগরেই। ২০১৩ সালে উত্তরবঙ্গ উৎসবে মুখ্যমন্ত্রী মমতা বন্দ্যোপাধ্যায় নিজে হাতে উত্তরবঙ্গের এই ভাওয়াইয়া শিল্পীর হাতে রাজ্য সরকারের 'বঙ্গরত্ব' পুরস্কার তুলে দেন। এই ভাওয়াইয়া শিল্পীর উত্তরবঙ্গ উৎসবের ওই থিম সং সেই সময় গোটা রাজ্যেই প্রচণ্ড সারা পেয়েছিল। এদিন করোনা পরিস্থিতিতে সব ধরনের সরকারি প্রটোকল মেনে ধনেশ্বর রায়ের স্মৃতিচারণে আলিনগরে একটি আলোচনাচক্রেরও আয়োজন করা হয়েছিল।

রীতি ভেঙ্গে বাড়িতে ধর্মনারায়ণের হাতে পদ্মশ্রী তুলে দিলেন জেলাসাশক

বক্সিরহাট: অবশেষে দীর্ঘ দুই মাস পরে পদ্মশ্রী সম্মান হাতে পেলেন কামতাপুরি ভাষা চর্চার অন্যতম প্রধান পথিকৃৎ ধর্মনারায়ণ বর্মা। ১২ জানুয়ারি বাড়িতে এসে রাষ্ট্রপতির পাঠানো ওই সম্মান তাঁর হাতে তুলে দেন কোচবিহারেরে জেলাসাশক পবন কাদিয়ান। জেলাসাশক বলেন, গত ৯ নভেম্বর রাষ্ট্রপতি ভবনে আনুষ্ঠানিক ভাবে পদ্মশ্রী সম্মান প্রদান করেন রাষ্ট্রপতি। কিন্তু ধর্মনারায়ণ বাবু অসুস্থ থাকায় সেসময় তিনি ঐ পুরস্কার নিতে যেতে পারেননি। আর তাই এদিন তাঁর হাতে পদ্মশ্রী সম্মানের মানপত্র ও দুটি পদক তাঁর হাতে তূলে দেওয়া হয়। জেলাসাশক জানান, যেহেতু সম্মান প্রদান উপলক্ষে রাষ্ট্রপতি ভবনে একটি অনুষ্ঠান হয়েছে তাই এখানে আর আলাদা করে কোন অনুষ্ঠান না করে শুধুমাত্র রাষ্ট্রপতির পাঠানো মানপত্র ও পদক তাঁর হাতে তুলে দেওয়ায় হল। এদিন পুরস্কার পাওয়ার পর

ধর্মনারায়ণ বাবু জানান, এখন তাঁর আর কোন আক্ষেপ নেই। সম্মান পেয়ে তিনি খুব খুশি। তাঁর এই সম্মান তিনি দেশবাসীকে উৎসর্গ করেন।

উল্লেখ্য, ২০২১ সালে পদ্মশ্রী সম্মানের জন্য কেন্দ্রীয় সরকার উত্তরবঙ্গের ভাষাবিদ ধর্মনারায়ণ বর্মাকে নির্বাচিত করেন। গত ২৬ জানুয়ারি প্রজাতন্ত্র দিবস অনুষ্ঠানে ওই সম্মান প্রদানের রীতি থাকলেও করোনা পরিস্থিতির কারণে অনুষ্ঠান স্থগিত রাখা হয়। পরবর্তীতে দিল্লির রাষ্ট্রপতি ভবনে আনুষ্ঠানিক ভাবে রাষ্ট্রপতির হাত থেকে ওই সম্মান নেওয়ার জন্য কেন্দ্রীয় স্বরাষ্ট্র মন্ত্রক থেকে ধর্মনারায়ণ বাবুকে আমন্ত্রণ জানানো হয়। কিন্তু অসুস্থতার কারণে তিনি সেখানে সশরীরে উপস্থিত থাকতে পারবেননা বলে তাঁর অক্ষমতার কথা জানিয়ে একজন প্রতিনিধি পাঠাতে চেয়েছিলেন। কিন্তু তখন স্বরাষ্ট্র মন্ত্রক থেকে জানানো হয়েছিল জীবিত অবস্থায় পদ্মশ্রী সম্মান কোন প্রতিনিধির হাতে তুলে দেবার নিয়ম নেই। এরপর দীর্ঘদিন কেটে গেলেও স্বরাষ্ট্র মন্ত্রকের তরফ থেকেও এনিয়ে তাঁকে আর কিছু জানানো হয়নি। ফলে তাঁর পদ্মশ্রী সম্মান পাওয়ায় নিয়ে সংশয় দেখা দেয়। এরফলে কিছুটা হলেও হতাশ হয়ে পড়েন তিনি। এদিন কেন্দ্রীয় স্বরাষ্ট্র মন্ত্রকের পক্ষ থেকে তাঁর বাড়িতে এসে সম্মান দিয়ে যান জেলাশাসক।

আইসিআইসিআইসিআই প্রু লাইফের নতুন টার্ম ইন্স্যুরেন্স প্ল্যান

শিলিগুড়ি: এক নতুন টার্ম ইন্স্যুরেন্স প্রোডাক্ট নিয়ে এলো আইসিআইসিআই প্রুডেন্সিয়াল লাইফ ইন্স্যুরেন্স - 'আইসিআইসিআই প্রু আইপ্রোটেক্ট রিটার্ন অফ প্রিমিয়াম'। গ্রাহকস্বার্থভিত্তিক এই প্ল্যানের আওতায় 'লাইফ কভার' ছাড়াও জীবনের নানা পর্যায়ের সঙ্গে সামঞ্জস্য রক্ষা করা হবে। 'আইসিআইসিআই প্রু আইপ্রোটেক্ট রিটার্ন অফ প্রিমিয়াম' সকল প্রদত্ত প্রিমিয়ামের ১০৫ শতাংশ রিটার্ন ফেরৎ দেবে। সেইসঙ্গে থাকবে ৬৪টি কঠিন অসুস্থতার কভার। এই প্ল্যানের অন্তর্ভুক্ত থাকছে দুইটি বিকল্প – লাইফ স্টেজ কভার ও লেভেল কভার। ক্যান্সার ও হৃদরোগের মতো লাইফস্টাইল-রিলেটেড অসুস্থতা ক্রমশ বৃদ্ধি পেতে থাকায় সকলেরই উচিত একটি 'ক্রিটিক্যাল ইলনেস বেনিফিট'-এর সুবিধা গ্রহণ করা। 'আইসিআইসিআই প্রু আইপ্রোটেক্ট রিটার্ন অফ প্রিমিয়াম' গ্রাহকদের ৬৪টি কঠিন রোগের ব্যাপারে কভারের নিশ্চয়তা দেবে, যা এই ইন্ডাস্ট্রিতে সর্বোচ্চ।

ভারতে রেঞ্জ রোভারের বুকিং শুরু

গুয়াহাটি: বিলাসবহুল এসইউভি রেঞ্জ রোভারের বুকিং চালু হল ভারতে। ভার্চুয়াল ডেভেলপমেন্ট এবং ল্যান্ড রোভারের ডেভেলপমেন্ট প্রোগ্রামের সাথে অত্যাধুনিক ইঞ্জিনিয়ারিং কৌশলগুলিকে একত্রিত করে তৈরি হয়েছে রেঞ্জ রোভার। এটি রেঞ্জ রোভারের পঞ্চম প্রজন্ম।

নতুন রেঞ্জ রোভারটি এসই, এইচএসই এবং অটোবায়োগ্রাফি মডেলে পাওয়া যাচ্ছে। জাগুয়ার ল্যান্ড রোভার ইন্ডিয়ার প্রেসিডেন্ট ও ম্যানেজিং ডিরেক্টর রোহিত সুরি বলেন, ল্যান্ড রোভারের আর্কিটেকচার পঞ্চম প্রজন্মের এই রেঞ্জ রোভারকে একটি বিশেষ মাত্রা প্রদান করে।

বাখরাহাটে ট্রেন্ডসের প্রথম স্টোর

দক্ষিণ ২৪ পরগণা: পশ্চিমবঙ্গের দক্ষিণ ২৪ পরগণা জেলার বাখরাহাটে নতুন স্টোর খুলেছে ভারতের বৃহত্তম রিটেল চেইন রিলায়েন্স ট্রেন্ডস। উল্লেখ্য, বাখরাহাটে এটি হল রিলায়েন্স ট্রেন্ডসের প্রথম স্টোর। ৪৫০০বর্গফুটের এই স্টোরটিতে দুর্দান্ত ফ্যাশন এবং আশ্চর্যজনক দামের পাশাপাশি গ্রাহকদের জন্য একটি বিশেষ উদ্বোধনী অফার রয়েছে। ৩,৪৯৯ টাকার কেনাকাটার ওপর ১৯৯ টাকার আকর্ষণীয় উপহার রয়েছে। এছাড়া ২,৯৯৯ টাকার কেনাকাটার ওপর ৩,০০০ টাকার কুপন গ্রাহকরা সম্পূর্ণ বিনামূল্যে পাবেন। রিলায়েন্স ট্রেন্ডস প্রকৃত অর্থে ভারতে ফ্যাশনকে একটি উচ্চ পর্যায় পৌঁছে দিয়েছে। বড় শহর ছাড়াও দেশের ছোট শহরের গ্রাহকদের সঙ্গেও রিলায়েন্স ট্রেন্ডস একটি বিশেষ সম্পর্ক স্থাপন করেছে। প্রকৃতপক্ষে ট্রেন্ডস হল গ্রাহকদের কাছে একটি অত্যন্ত ফ্যাশানেবেল শপিং সেন্টার।

বাজারে এল ভাসু ন্যাচারালসের বডি লোশন ও ক্রিম

কলকাতা: শীতকালে ত্বকের বাড়তি যত্নের প্রয়োজন হয়। সেই কথা মাথায় রেখেই শীর্ষস্থানীয় হার্বাল ব্র্যান্ড ভাসু হেলথকেয়ার লঞ্চ করল ভাসু ন্যাচারালস প্রিমিয়াম উইন্টার কেয়ার রেঞ্জ। এই প্রোডাক্টগুলি শীতকালে স্কীনের রুক্ষতা দূর করে সতেজ অনুভূতি প্রদান করবে। ভাসু ন্যাচারালসের বডি লোশন ও ক্রিমগুলি কোকো বাটার, শিয়া বাটার এবং অ্যালোভেরা রেঞ্জে বাজারে পাওয়া যাচ্ছে। গ্রাহকদের কাছে এই স্কীন কেয়ার প্রোডাক্ট গুলির গ্রহণ যোগ্যতা বাড়াতে কোম্পানির তরফ থেকে আকর্ষণীয় অফার দেওয়া হয়েছে।

বলাবাহুল্য, ভাসু ন্যাচারালস এটি ৫০টিরও বেশি পণ্যের একটি সম্পূর্ণ রেঞ্জ অফার করে। যার মধ্যে রয়েছে ফেস ওয়াশ, ফেস মাস্ক, ফেস স্ক্রাব, হ্যান্ড ক্রিম, ফুট ক্রিম, ফেস ক্রিম, শাওয়ার জেল, বডি লোশন, ঠোঁটের যত্ন, ত্বকের ক্রিম, হ্যান্ড স্যানিটাইজার, গোলাপ জল, ইত্যাদি ভাসু হেলথকেয়ার প্রাইভেট লিমিটেডেরএমডি হার্দিক উকানি জানান, আমাদের লক্ষ্য হল ভাসুর পার্সোনাল কেয়ার রেঞ্জটিকে বিজ্ঞান-ভিত্তিক স্কীন সলিউশন রেঞ্জ হিসেবে গ্রাহকদের সামনে তুলে ধরা।

ব্লেন্ডার্স প্রাইডের নতুন ব্র্যান্ড অ্যাম্বাসাডর – আলিয়া ভাট

শিলিগুড়ি: ব্লেন্ডার্স প্রাইডের নতুন ব্র্যান্ড অ্যাম্বাসাডর হলেন অভিনেত্রী আলিয়া ভাট। এই ব্র্যান্ডের প্রচারের নতুন মুখ হিসেবে আলিয়াকে দেখা যাবে নতুন ক্যাম্পেন ফিল্ম 'মেড অফ প্রাইড'-এ। ব্লেন্ডার্স প্রাইড ব্র্যান্ডের দর্শনের যথোপযুক্ত প্রতিনিধি হিসেবে আলিয়া এই ক্যাম্পেনের মোড় ঘুরিয়ে তাকে আরও জোরদার করে তুলবেন বলে আশা করা হচ্ছে।

নিজস্ব ক্যাটাগরিতে অগ্রণী ভূমিকায় থাকা ব্লেন্ডার্স প্রাইড 'মেড অফ প্রাইড'-এর মাধ্যমে এক নতুন বেঞ্চমার্ক সৃষ্টি করে নিজের অবস্থান আরও মজবুত করে তুললো। ক্যাম্পেন ফিল্মে আলিয়া দর্শকদের মুগ্ধ করবেন তার অভিনয় ভঙ্গীমা ও গানের লিরিকের মধ্য দিয়ে। ক্যাম্পেনটি প্রচারিত হবে টিভি, ডিজিটাল, প্রিন্ট এবং ওওএইচ প্লাটফর্মে।

পার্নড রিকার্ড ইন্ডিয়ার চিফ মার্কেটিং অফিসার কার্তিক মহিন্দ্রা জানান, আজকের ইউথ আইকনে পরিণত এবং অন্যতম ট্যালেন্টেড স্টার আলিয়া ভাটের উত্থানের কাহিনী তাকে ব্লেন্ডার্স প্রাইডের নতুন ব্র্যান্ড অ্যাম্বাসাডর হিসেবে নির্বাচিত হতে সাহায্য করেছে। এই নতুন ক্যাম্পেনের মধ্য দিয়ে গ্রাহকরা তাদের 'প্রাইড' বিকশিত করে আরও এগিয়ে যাওয়ার প্রেরণা লাভ করবেন।

রিলায়েন্স জিও'র সঙ্গে জুপী'র পার্টনারশিপ

দুর্গাপুর: ভারতের বৃহত্তম স্কিল-বেসড ক্যাজুয়াল গেমিং কোম্পানি জুপী (Zupee) এক 'স্ট্রাটেজিক পার্টনারশিপ' গড়ে তুললো জিও প্লাটফর্মস লিমিটেডের সঙ্গে। এর ফলে জুপী'র ৪৫০ মিলিয়নেরও বেশি ব্যবহারকারী বাড়তি সুবিধা ভোগ করতে সক্ষম হবেন। জুপীর লক্ষ্য এই পার্টনারশিপের মাধ্যমে তাদের গ্রাহকদের জন্য আরও উন্নত মানের প্রোডাক্ট ও সার্ভিস প্রদান করা। এখন থেকে জিও ব্যবহারকারীরা জুপীর বিশাল অনলাইন স্কিল-বেসড গেমসের সম্ভার ও অন্যান্য প্রোডাক্ট সহজেই পেয়ে যাবেন।

জিওর সঙ্গে স্বাক্ষরিত নতুন পার্টনারশিপের মাধ্যমে আরও বেশিসংখ্যক গ্রাহকের কাছে একাধিক ভাষায় উন্নতমানের গেমস পৌঁছে দেওয়া যাবে, যার মূল উদ্দেশ্য হল জুপীকে ভারতের 'বিগেস্ট গেমিং প্লাটফর্ম' হিসেবে গড়ে তোলা। জিওর বর্তমান নেটওয়ার্ক ব্যবহারের মাধ্যমে জুপী বিশেষ সুবিধা পাবে এবং জুপী গেমস পৌঁছে দেওয়া সম্ভব হবে

জিও গ্রাহকদের কাছে। এরফলে জুপী হয়ে উঠবে ভারতের বৃহত্তম গেমিং কোম্পানি।

কেএফসি ইন্ডিয়ার ব্রেইল-ভিত্তিক মেনু

শিলিগুড়ি: ওয়ার্ল্ড ব্রেইল ডে উদযাপনের জন্য কেএফসি ইন্ডিয়া তাদের রেস্টুর্যান্টগুলিতে চালু করল ব্রেইল-ভিত্তিক মেনু। প্রথম পর্যায়ে এইরকম মেনু দেখা যাবে তাদের দিল্লি, মুম্বই, কলকাতা ও বেঙ্গালুরুর রেস্টুর্যারন্টগুলিতে। এই মেনুর ডিজাইন করা হয়েছে ন্যাশনাল অ্যাসোসিয়েশন ফর দ্য ব্লাইন্ড-এর (ইন্ডিয়া) সহযোগিতায়। এই নতুন ধরণের মেনু দেশের পাঁচশতাধিক রেস্টুর্যাঁটে পাওয়া যাবে খুব শীঘ্রই। এগুলি দৃষ্টিহীন গ্রাহকদের অর্ডার দেওয়ার ক্ষেত্রে খুবই সুবিধাজনক হবে।

গতবছর কেএফসি ব্র্যান্ডের পক্ষ থেকে 'কেএফসি ক্ষমতা' উদ্যোগ শুরু করা হয়েছিল। এর উদ্দেশ্য ছিল ২০২৪ সাল নাগাদ কেএফসি রেস্টুরেন্টগুলিতে মহিলা কর্মীর সংখ্যা দ্বিগুণ করা এবং মূক-বধির কর্মী-চালিত 'স্পেশাল কেএফসি'র সংখ্যা দ্বিগুণ করা। কেএফসি ক্ষমতা কর্মসূচির অঙ্গ হিসেবে গত সেপ্টেম্বর মাসে 'স্পেশাল কেএফসি' রেস্টুরেন্টগুলিতে 'ইন্টারন্যাশনাল ডে অফ সাইন ল্যাঙ্গুয়েজেজ' উদযাপিত হয়েছে। এছাড়াও, সম্প্রতি ইন্ডিয়ান ডিফ ক্রিকেট অ্যাসোসিয়েশনের সঙ্গে হাত মিলিয়ে কেএফসির'র তরফে ইন্ডিয়ান ডিফ ক্রিকেট টিমগুলির প্রতি সাপোর্ট ও স্পন্সরশিপের কথা ঘোষণা করা হয়েছে।

ইন্ডিয়ান অ্যাসোসিয়েশন অফ ট্যুর অপারেটর্সের সম্মেলন

কলকাতা: ইন্ডিয়ান অ্যাসোসিয়েশন অফ ট্যুর অপারেটর্সের (আইএটিও) ৩৬তম বার্ষিক সম্মেলন হয়ে গেল গান্ধীনগরে। তিন দিনের এই সম্মেলনের উদ্বোধন করেন গুজরাটের মুখ্যমন্ত্রী ভূপেন্দ্র প্যাটেল। কেন্দ্রীয় পর্যটন সচিব অরবিন্দ সিং, গুজরাটের পর্যটন সচিব হারীত শুক্লা ও অন্যান্য বিশিষ্ট ব্যক্তিবর্গ উদ্বোধনী অনুষ্ঠানে উপস্থিত ছিলেন।

আইএটিও'র ৩৬তম বার্ষিক সম্মেলন উপলক্ষে গুজরাটে এসেছিলেন দেশের বিভিন্ন প্রান্তের ট্যুর অপারেটরগণ।

তিনদিনব্যাপী অনুষ্ঠানে তাদের আলোচনার মুখ্য বিষয় ছিল 'ব্র্যান্ড ইন্ডিয়া: দ্য রোড টু রিকভারি'। বিভিন্ন বিষয়ে এই তিনদিন ধরে 'বিজনেস সেশন' অনুষ্ঠিত হয়েছে। গুজরাট, উত্তর প্রদেশ, উত্তরাখন্ড, জম্মু-কাশ্মীর, কেরালা ও অন্যান্য রাজ্যের পক্ষ থেকে পর্যটন বিষয়ক 'প্রেজেন্টেশন' উপস্থাপিত করা হয়। আইএটিও'র প্রেসিডেন্ট এবং ভারত সরকারের পর্যটন মন্ত্রকের আধিকারিকগণ 'দেখো আপনা দেশ' শীর্ষক একটি 'প্রেজেন্টেশন' পেশ করেন এই কনভেনশনে।

কোভিড-১৯ জনিত অতিমারির পরবর্তী পর্যায়ে পর্যটন শিল্পকে ফের চাঙ্গা করার উদ্দেশ্য নিয়ে এই কনভেনশনের আয়োজন করা হয়েছিল। ভারত সরকার ও বিভিন্ন রাজ্য সরকারের আধিকারিকরা ছাড়াও দেশের বিভিন্ন অঞ্চলের ট্যুর অপারেটর ও অন্যান্য বিশিষ্ট ব্যক্তি তিনদিনের এই কনভেনশনে উপস্থিত হয়েছিলেন।

সোনি ইন্ডিয়ার নতুন ইয়ারবাডস

কলকাতা: সোনি ইন্ডিয়া নিয়ে এলো নতুন ওয়্যারলেস ইয়ারবাডস - ডব্লিউএফ-সি৫০০। এই কম্প্যাক্ট ট্রুলি ওয়্যারলেস ইয়ারবাডস একাধারে দেবে ইউনিক সাউন্ড কাস্টমাইজেশন-সহ হাই কোয়ালিটি সাউন্ড, সহজ ব্যবহারযোগ্যতা, লঙ ব্যাটারি লাইফ, সহজ ব্লুটুথ পেয়ারিং ও ওয়াটার রেজিস্ট্যান্স সুবিধা। সোনির নতুন ইয়ারবাডসে রয়েছে ডিজিটাল সাউন্ড এনহ্যান্সমেন্ট ইঞ্জিন, ১০ ঘন্টার ব্যাটারি লাইফ। ডব্লিউএফ-সি৫০০ কানের পক্ষেও সুবিধাজনক এবং সহজে বহনযোগ্য।

ব্ল্যাক, হোয়াইট, অরেঞ্জ ও গ্রিন কলারের সোনির নতুন ওয়্যারলেস ইয়ারবাডস ১৬ জানুয়ারি থেকে পাওয়া যাবে সকল সোনি রিটেল স্টোর (সোনি সেন্টার ও সোনি এক্সক্লুসিভ), www.ShopatSC.com পোর্টাল, প্রধান ইলেক্ট্রনিক স্টোর্স এবং অন্যান্য ই-কমার্স ওয়েবসাইটে।

ডাঃ মোহন'স ডায়াবিটিস স্পেশালটিস সেন্টার

শিলিগুড়ি: উত্তরবঙ্গের ডায়াবিটিস রোগীদের সুবিধার্থে ভারতের ডায়াবিটিস চিকিৎসার বৃহত্তম চেইন ডাঃ মোহন'স ডায়াবিটিস স্পেশালটিস সেন্টার এবার শিলিগুড়িতে পদক্ষেপ করলো। সেভক রোডে অবস্থিত এই সেন্টারে এক ছাদের নীচে ডায়াবিটিস সংক্রান্ত সবরকম চিকিৎসার সুবিধা পাওয়া যাবে। উদ্বোধন অনুষ্ঠানে প্রধান অতিথি হিসেবে উপস্থিত ছিলেন প্রখ্যাত গায়নাকোলজিস্ট ও নিউ রামকৃষ্ণ সেবা সদনের প্রধান ডাঃ জি বি দাস, সম্মানীয় অতিথি হিসেবে ছিলেন শিলিগুড়ি গ্রেটার লায়ন্স আই হসপিটালের চিফ এক্সিকিউটিভ অফিসার ডাঃ রাজেশ সাইনি এবং ডাঃ মনোদীপ আচার্য্য ও তাঁর সহযোগীরা। শিলিগুড়ির এই কেন্দ্রটি হল পশ্চিমবঙ্গের তৃতীয় এবং ভারতের ৫০তম কেন্দ্র।

১৯৯১ সালে চেন্নাইয়ে পদ্মশ্রী ডাঃ ভি মোহন প্রতিষ্ঠা করেন ডাঃ মোহন'স ডায়াবিটিস স্পেশালটিস সেন্টার। এই সেন্টারের পেছনে রয়েছে একটি গুরুত্ত্বপূর্ণ রিসার্চ ইউনিট। ভারতের ৩০টি শহরে উপস্থিত থাকা বৃহত্তম এই চেইনের চেয়ারম্যান ডাঃ ভি মোহন এবং ম্যানেজিং ডিরেক্টর ডাঃ আর এম অঞ্জনা। ডাঃ মোহন'স ডায়াবিটিস স্পেশালটিস সেন্টারের চিকিৎসাধীনে কোনওরকম জটিলতাহীন ৫০০ জনেরও বেশি ৯০ বৎসরাধিক বয়সের রোগী রয়েছেন। এছাড়াও ৫ লক্ষের বেশি ডায়াবিটিস রোগী বেশ ভালভাবেই এই সেন্টারের তত্ত্বাবধানে রয়েছেন।

রতন টাটার জীবনী প্রকাশের স্বত্ব হার্পারকলিন্সের হাতে

কলকাতা: ড. থমাস ম্যাথু রচিত 'রতন এন টাটা: দ্য অথরাইজড বায়োগ্রাফি' গ্রন্থটি প্রকাশের 'গ্লোবাল রাইট' পেয়ে গেল হার্পারকলিন্স। বিশ্বজুড়ে গ্রন্থটি প্রকাশিত হবে ২০২২-এর নভেম্বরে। হার্পারকলিন্স ইন্ডিয়ার পক্ষে উদয়ন মিত্র লেবিরিন্থ লিটারারি এজেন্সির অনীশ চন্ডীর কাছ থেকে গ্রন্থটি প্রকাশের বিশ্বব্যাপী স্বত্ব (গ্লোবাল রাইটস) গ্রহণ করেছেন। হার্পারকলিন্স ইন্ডিয়া ইংরেজি ও প্রধান ভারতীয় ভাষাগুলিতে গ্রন্থটি প্রকাশ করবে, আমেরিকায় প্রকাশ করবে হার্পারকলিন্স লিডারশিপ ও যুক্তরাজ্যে প্রকাশ করবে উইলিয়াম কলিন্স।

রতন টাটার নেতৃত্বে টাটার বাণিজ্যিক সাম্রাজ্য বিশ্বপরিচিতি লাভ করেছে। তাঁর আমলে টাটার অধিকারে আসে টেটলি টি, জাগুয়ার ল্যান্ড রোভার, কোরাস স্টিল ইত্যাদি নামী কোম্পানি। বর্তমানে টাটা গ্রুপ ভারতের সবথেকে মূল্যবান ব্র্যান্ড যার পরিচিতি ছড়িয়ে রয়েছে পৃথিবীর অন্যান্য দেশেও। টাটার 'মার্কেট ক্যাপিটাল' ২৫০ বিলিয়ন ডলারেরও বেশি এবং ১০০টি দেশে তাদের কর্মীর সংখ্যা ৭৫০,০০০ জনেরও বেশি।

ড. থমাস ম্যাথু রতন এন টাটার জীবনীগ্রন্থে তাঁর বড় হয়ে ওঠার অনেক অজানা তথ্য জানিয়েছেন। যেমন আমেরিকায় তাঁর ছাত্রজীবন, ভারতে ফিরে আসা এবং টাটা গ্রুপের দায়িত্ত্ব গ্রহণের প্রথমদিকের নানা অজানা কথা।

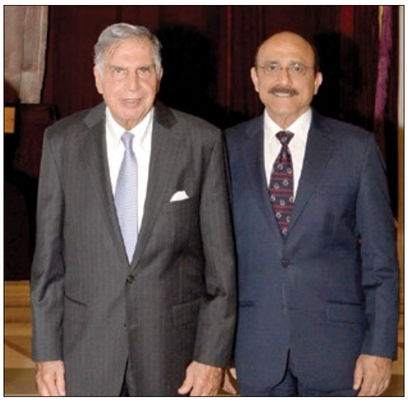

সোচ রেড ডট সেল চলছে

কলকাতা: আবার এসে গেছে বহুপ্রতীক্ষিত সোচ রেড ডট সেল। দেশের সকল সোচ স্টোরে এবং অনলাইনে এই সেল শুরু হয়েছে ১০ ডিসেম্বরথেকে।শাড়ি,সালোয়ারস্যুট,কুর্তি,টিউনিকওড্রেসমেটেরিয়ালের বিপুল সম্ভারের এই সেলে ৫০ শতাংশ অবধি ডিসকাউন্ট দেওয়া হচ্ছে। উৎসব ও বিবাহকালীন সোচ রেড ডট সেলের মুখ্য আকর্ষণ হল সবরকম প্রোডাক্টের ওপরেই প্রচুর ছাড়। রেড ডট সেলে পাওয়া যাচ্ছে বিভিন্ন রঙ, চমকপ্রদ প্রিন্ট, দারুণ এমব্রয়ডারি ও সিল্যুয়েটের কটন ও চান্দেরি কুর্তি। এছাড়া রয়েছে মনকাড়া রঙ ও ফ্যাব্রিকের সালোয়ার স্যুট। কটন, সিল্ক, জর্জেট, টিস্যু ও নেটের রকমারি শাড়ির সম্ভার সকলকে মুগ্ধ করবে। সোচের সুন্দর এথনিক পোশাক পাওয়া যাচ্ছে নেভার-সিন-বিফোর মূল্যে – সোচ স্টোর ও অনলাইনে (www.soch.com)। এখন ডিসকাউন্টে পাওয়া যাচ্ছে – কুর্তি ৪৯৯ টাকা, কুর্তি স্যুট ৯৯৮ টাকা, সালোয়ার স্যুট ১৪৯৮ টাকা এবং শাড়ির দাম শুরু ৯৯৮ টাকা থেকে।

টেকনোর নতুন সাশ্রয়ী স্মার্টফোন: পিওপি৫এলটিই

গুয়াহাটি: পিওপি৫ এলটিই – গ্লোবাল প্রিমিয়াম স্মার্টফোন ব্র্যান্ড টেকনো তাদের 'পিওপি সিরিজে' নিয়ে এসেছে নতুন এই স্মার্টফোনটি। নতুন পিওপি সিরিজের ডিজাইন করা হয়েছে 'জেন-জেড'এর চাহিদার কথা মাথায় রেখে, একথা জানিয়ে ট্রানশন ইন্ডিয়ার সিইও অরিজিৎ তলাপাত্র বলেন, তাদের আশা নতুন টেকনো পিওপি৫এলটিই বাজারের চাহিদা মেটাতে সক্ষম হবে।

১৪টি আঞ্চলিক ভাষার পরিপোষক ও সাত হাজার টাকার নীচের সেগমেন্টের নতুন এই ফোনটিতে রয়েছে ৫০০০এমএএইচ ব্যাটারি, ৬.৫২ এইচডি+ ডট-নচ ডিসপ্লে, ৮এমপি এআই ডুয়াল রিয়ার ক্যামেরা, এইচআইওএস ৭.৬ বেসড অ্যান্ড্রয়েড ১১ গো। এই ফোনে আছে ২জিবি র্যারম ও ৩২জিবি ইন্টারনাল স্টোরেজ। এছাড়াও রয়েছে সময়োপযোগী বিভিন্ন স্মার্ট ফিচার্স।

কলকাতায় অ্যাচিভার্স মিট ২০২১-এ প্রয়াগ জলের ট্যাঙ্ক লঞ্চ করেছে

কলকাতা: ভারতের নেতৃস্থানীয় কল এবং স্যানিটারি ওয়্যার ব্র্যান্ড প্রয়াগ কলকাতায় অনুষ্ঠিত অ্যাচিভারস মিট ২০২১-এ তাদের শক্তিশালী এবং টেকসই জলের ট্যাঙ্ক লঞ্চ করেছে। এই অনুষ্ঠানটিতে উপস্থিত ছিলেন সেলিব্রিটি জসলিন ম্যাথিয়াস এছারাও ৪০০ টিরও বেশি ডিলার এবং ডিস্ট্রিবিউটর এই উত্তেজনাপূর্ণ ইভেন্টে যোগ দিয়েছিলেন।

অত্যাধুনিক রোটোমোল্ডিং প্রযুক্তি দ্বারা তৈরি, এই ট্যাঙ্কগুলির বাইরের আবরণ ভীষণ শক্তিশালী। প্রযুক্তি এবং উদ্ভাবনের নিখুঁত সংমিশ্রণে তৈরি ট্যাঙ্কগুলি অটুট এবং এগুলিকে স্থায়িত্বের জন্য কঠোরভাবে পরীক্ষা করা হয়েছে এবং এটি অন্যান্য সাধারণ ট্যাঙ্কের তুলনায় হালকা ওজন এবং অনেক শক্ত। এই ট্যাঙ্কগুলির ঢাকনার উভয় পাশে এয়ার ভেন্টিলেশন থাকার ইউএসপি রয়েছে যাতে সঞ্চিত জল ঠাণ্ডা থাকে। প্রয়াগ ট্যাঙ্কগুলি ১০ থেকে ২০ বছরের ওয়ারেন্টি সহ প্রতি লিটার ৭টাকা থেকে শুরু করে ১২টাকা দামে ৫০০ থেকে ৫০০০ লিটার স্টোরেজ ক্ষমতার মধ্যে বিভিন্ন আকারে পাওয়া যাবে। প্রয়াগের সিইও শ্রী নীতিন আগরওয়াল বলেছেন, "প্রয়াগের এই জলের ট্যাঙ্কগুলি উচ্চ মানের, নির্ভরযোগ্যতা এবং নির্ভরযোগ্য পারফরম্যান্সের সাথে চিহ্নিত করে সারা বিশ্বে উপভোক্তাদের আস্থা অর্জন করতে সক্ষম হয়েছে।"

মকরসংক্রান্তিতে সুস্বাস্থ্যের উপহার আমন্ড

কলকাতা: কিছুদিনের মধ্যেই পালিত হবে নতুন বছরের প্রথম উৎসব মকরসংক্রান্তি। যা সাধারণত নতুন ফসল কাটার উৎসব হিসেবে পরিচিত। মিষ্টি ছাড়া উৎসব উদযাপন কোন ভাবেই সম্ভব নয়। যা স্বাস্থের পক্ষে ক্ষতিকারক। তাই সুস্বাস্থ্যের কথা মাথায় রেখে আমন্ড বাদামই হোক এবারের মকর সংক্রান্তির প্রধান খাবার।

আমন্ড বাদামে ম্যাগনেসিয়াম, কপার, ডায়েটারি ফাইবারের মতো পুষ্টিগুণে সমৃদ্ধ হওয়ায় শরীরে অ্যান্টিঅক্সিডেন্ট ভিটামিন ই-র

পরিমাণ বাড়িয়ে রোগ প্রতিরোধ ক্ষমতা বাড়াতে সাহায্য করে। এছাড়া গবেষণায় দেখা গেছে আমন্ড বাদাম খাওয়ার ফলে যেমন হার্ট সুস্থ থাকে তেমনি ব্লাডসুগারও নিয়ন্ত্রনে থাকে। সোহা আলি খানের মতে উৎসবের সময়েও আমাদের খাবারের তালিকায় আমন্ড বাদাম রাখা অত্যন্ত জরুরী। ফিটনেস বিশেষজ্ঞ ইয়াসমিন করাচিওয়ালা বলেন, বাদাম শক্তির উৎস, তাই প্রক্রিয়াজাত, তৈলাক্ত বা মিষ্টির পরিবর্তে ব্রেকফাস্টে বাদাম খাওয়ার পরামর্শই আমি দিয়ে থাকি।

গুরুকুলাকাংরি ও WazirX-এর পার্টনারশিপ

মুম্বাই: হরিদ্বারে অবস্থিত গুরুকুলা কাংরি ভারতের বৃহত্তম ক্রিপ্টো এক্সচেঞ্জ WazirX-এর সাথে পার্টনারশিপের মাধ্যমে বিনামূল্যে দ্বিভাষিক ব্লকচেইন কোর্স চালু করল। পড়েগা দেশ বড়েগা দেশ প্রকল্পের অর্ন্তগত চলতি বছরের ৩ জানুয়ারী এই কোর্সটি চালু হয়। তিনদিনের মধ্যে প্রায় ১০,০০০ জনেরও বেশি লোক এই কোর্সটিতে নথিভুক্ত করেছেন। কোর্স শেষে গুরুকুলা কাংরি দ্বারা শিক্ষার্থীদের একটি শংসাপত্রও প্রদান করা হবে। গুরুকুলা কাংরি হল ভারত সরকারের শিক্ষা মন্ত্রণালয়ের উচ্চশিক্ষা বিভাগের অর্ন্তগত অনুদান কমিশনের অধীনে একটি বিবেচিত বিশ্ববিদ্যালয়। ন্যাসকমের রিপোর্ট অনুযায়ী ২০৩০ সালের মধ্যে ভারতের ক্রিপ্টো শিল্প প্রায় ৮০০,০০০ কর্মসংস্থান তৈরি করবে। এই কোর্সের সাহায্যে ভারতীয় যুবারা ক্রিপ্টো এবং ব্লকচেইনের ক্ষেত্রে আরও বেশি করে স্টার্ট-আপে নেতৃত্ব দিতে সক্ষম হবে। ব্লকচেইন এবং ক্রিপ্টো ল্যান্ডস্কেপে আগ্রহীদের জন্য এই কোর্সটি একটি সুযোগ প্রদান করছে। কোর্স শেষে শিক্ষার্থীরা ব্লকচেইন ডেভেলপার, ডিজিটাল পেমেন্ট অপারেশন রোল, সোশ্যাল মিডিয়া মার্কেটিং, ব্লকচেইন স্টার্টআপ এবং ফিনটেক কোম্পানিতে কাজের সুযোগ পাবেন। দ্বিভাষিক এই কোর্সটি যে কেউ হিন্দি এবং ইংরেজিতে বিনামূল্যে ইন্টারনেটে করতে পারবে। গুরুকুল কাংরির রেজিস্ট্রার সুনীল কুমার বলেন, বিনামূল্যে এই কোর্সটি চালু করতে পেরে আমরা খুবই খুশি।

টয়োটা কির্লোস্কর মোটরের নিউ ক্যামরি হাইব্রিড

শিলিগুড়ি: টয়োটা কির্লোস্কর মোটর এবার নিয়ে এলো একেবারে নতুন গাড়ি – নিউ ক্যামরি হাইব্রিড। শুধু ডিজাইনে পরিবর্তন নয়, এই সিডানে দেখা যাবে পাওয়ার, লাক্সারি, স্টাইল, এলিগ্যান্স ও ইন্টেলিজেন্সের সমাহার।

গাড়ির বহির্ভাগে থাকা নতুন ডিজাইনের ফ্রন্ট বাম্পার, গ্রিল ও অ্যালয় হুইলে ক্যামরি হাইব্রিডের বোল্ড ও সফিস্টিকেটেড লুক আরও বৃদ্ধি পেয়েছে। গ্রাহকদের পরিবর্তনশীল চাহিদার দিকে লক্ষ্য রেখে ইন্টেরিয়রের ডিজাইনেও বদল আনা হয়েছে। রয়েছে 'ফ্লোটিং টাইপ' বড়মাপের ৯-ইঞ্চি ইনফোটেনমেন্ট সিস্টেম, যা অ্যান্ড্রয়েড অটো ও অ্যাপল কারপ্লে'র সঙ্গে সাযুজ্যপূর্ণ।

এই সেলফ-চার্জিং হাইব্রিড ইলেক্ট্রিক সিডান এখন পাওয়া যাচ্ছে মেটাল স্ট্রিম মেটালিক এক্সটেরিয়র কলারে, সেইসঙ্গে আগের কলারগুলি তো রয়েইছে – প্লাটিনাম হোয়াইট পার্ল, সিলভার মেটালিক, গ্রাফাইট মেটালিক, রেড মাইকা, অ্যাটিচ্যুড ব্ল্যাক ও বার্নিং ব্ল্যাক। ভেহিকেলটি চলবে ২.৫ লিটার, ৪-সিলিন্ডার গ্যাসোলিন হাইব্রিড ডায়নামিক ফোর্স ইঞ্জিনে, যার সঙ্গে থাকছে পাওয়ারফুল মোটর জেনারেটর। গ্রাহকরা নিজেদের ইচ্ছেমতো তিনটি ড্রাইভিং মোড থেকে একটি বেছে নিতে পারেন – স্পোর্ট, ইকো ও নর্মাল। নিউ ক্যামরি হাইব্রিডে একগুচ্ছ অ্যাক্টিভ ও প্যাসিভ সেফটি সিস্টেম রাখা হয়েছে। এর ব্যাটারির সঙ্গে রয়েছে ৮ বছরের অথবা ১,৬০,০০০ কিলোমিটারের ওয়ারেন্টি। নিউ টয়োটা ক্যামরি হাইব্রিডের বুকিং চলছে।

টুকরো খবর

অসমে হারল জেওয়াইএমএ

অসমে টি-২০ ক্রিকেটে হেরে গেল জলপাইগুড়ির জেওয়াইএমএ। ১০ জানুয়ারি অসমের বিজনী যুবক সঙ্ঘ এবং স্থানীয় পুলিশ আয়োজিত টি-২০ ক্রিকেট প্রতিযোগিতার কোয়ার্টার ফাইনালে জেওয়াইএমএ অসমের নলবাড়ির ইউনাইটেড ক্রিকেট ক্লাবের কাছে ২ রানের ব্যবধানে হেরে যায়। টসে জিতে প্রথমে ব্যাট করে নলবাড়ির দলটি ২০ ওভারে ১০ উইকেটে ১০৪ রান করে। জেওয়াইএমএ ১৬ ওভারে ১০৪ রান করে সবাই আউট হয়ে যায়। ম্যাচের সেরা খেলোয়াড় হন জেওয়াইএমএর পারভেজ আজিজ। জেওয়াইএমএ বিজনি এবং বরপেটার দু'টি দলকে হারিয়ে কোয়ার্টার ফাইনালে উঠেছিল।

পল্লবীকে সংবর্ধনা

এবছর মার্চে দক্ষিণ কোরিয়ায় অনুষ্ঠিত আন্তর্জাতিক টং ইল মোডো চ্যাম্পিয়নশিপে অংশগ্রহণ করতে যাচ্ছে তুফানগঞ্জের পল্লবী দাস। ১৪ বছরের পল্লবী তেলেঙ্গানায় অনুষ্ঠিত ন্যাশনাল টং ইল মোডো চ্যাম্পিয়নশিপে জুনিয়র বিভাগে সোনা জিতেছিল। ১০ জানুয়ারি তাকে সংবর্ধনা দেন তুফানগঞ্জ মহকুমা পুলিশ আধিকারিক জ্যাম ইয়ং জিম্বা।

২০ পদক জিতল উত্তর দিনাজপুর

৮ ও ৯ জানুয়ারি বিশাখাপত্তনমে অনুষ্ঠিত আন্তর্জাতিক ক্যারাটেতে উত্তর দিনাজপুর স্পোর্টস ক্যারাটে অ্যাকাডেমির ১৪ জন ২০টি পদক জিতেছে। কাতা বিভাগে সোনা জিতেছে মামন রায়, রিঙ্কি সাহা, তৃষা রায়, অনুষ্কা ঘোষ ও অনিরুদ্ধ বৈষ্ণব, রুপো জিতেছে প্রিয়ম চৌধুরী এবং ব্রোঞ্জ পেয়েছে দীপান্বিতা কাহার, প্রজ্ঞা মিত্র, সৌদীপ কর্মকার ও সৌমাল্য সাহা। কুমিতে বিভাগে সোনা জিতেছে রিঙ্কি সাহা ও সৌরভ রায়, রুপো জিতেছে অনুষ্কা ও মধুমিতা রায় এবং ব্রোঞ্জ জিতেছে মামন রায়, তৃষা রায়, প্রিয়ম, সৌনাভ সাহা, অনিরুদ্ধ ও সায়ন্তনী চন্দ।

জয়ী রহমতটারি

ক্রান্তির চিকনমাটি অ্যাসোসিয়েশনের আমিনচন্দ্র রায় ও অনিলচন্দ্র রায় ক্রিকেটে ১৩ জানুয়ারি রহমতটারি ৫ উইকেটে চিকনমাটি সুপার কিংসকে হারিয়েছে। প্রথমে সুপার কিংস ১৬ ওভারে ৭ উইকেট হারিয়ে ১৫৮ রান তোলে। জবাবে রহমতটারি ১৫ ওভারে ৫ উইকেটে ১৫৯ রান তুলে নেয়। রুবেল ইসলাম ৪৭ ও ম্যাচের সেরা গুড্ডু ঘোষ ৩৬ রান করেন।

ওডিআই বিশ্বকাপ দলে শিলিগুড়ির রিচা

শিলিগুড়ি: একদিনের ক্রিকেট বিশ্বকাপ ক্রিকেটে ১৫ জনের প্রাথমিক দলে সুযোগ পেলেন শিলিগুড়ির মেয়ে রিচা ঘোষ। এর ফলে খুশি শিলিগুড়িবাসী সহ উত্তরবঙ্গের ক্রীড়া মহল। ৬ জানুয়ারি তাঁকে বাড়িতে গিয়ে সংবর্ধনা জানান শহরের ক্রীড়া প্রেমী সংস্থা ক্রিকেট লাভার্স ওয়েলফেয়ার অর্গানাইজেশনের কর্মকর্তারা। অস্ট্রেলিয়াতে বিগব্যাশে ভাল খেলেছিলেন রিচা, সেখান থেকে কিছুদিন আগেই বাড়ি ফিরেছেন। এখন করোনা পরিস্থিতিতে কিভাবে প্রশিক্ষণ নেবেন এখন সেই চিন্তায় রয়েছেন ভারতীয় মহিলা ক্রিকেট দলের এই খেলোয়াড়।

শিলিগুড়িতে প্রশিক্ষণের ভাল ব্যবস্থা নেই। কলকাতাতে যেতে চাইলেও সংক্রমণ বৃদ্ধির খবর শুনে পিছিয়ে যাচ্ছেন। ফলে শিলিগুড়িতেই যাতে কোথাও কোনওরকম প্রশিক্ষণ নিতে পারে তা প্রশাসনকে জানাবেন বলে জানান রিচার বাবা মানবেন্দ্র ঘোষ। তিনি আরও বলেন "মেয়ে বিশ্বকাপ দলে খেলবে এটা স্বপ্ন ছিল। এবার তা সত্যি হতে চলেছে।"

উত্তরবঙ্গের চার জেলার লিগ স্থগিত

শিলিগুড়ি: করোনার জেরে সতর্কতামূলক ব্যবস্থা হিসেবে স্থগিত হয়ে গেল শিলিগুড়ি মহকুমা ক্রীড়া পরিষদ ও জলপাইগুড়ি জেলা ক্রীড়া সংস্থা ও দক্ষিণ দিনাজপুর জেলা ক্রীড়া সংস্থার ক্রিকেট লিগ। ৫ জানুয়ারি সকালে পরিষদের ক্রিকেট সচিব মনোজ ভার্মা জানান, "সবরকম সতর্কতা মেনেই শিলিগুড়িতে দুই ডিভিশনের খেলা চলছে। কিন্তু রাজ্য সরকার যদি খেলা বন্ধ রাখতে বলে, আমরা সঙ্গে সঙ্গে লিগ স্থগিত করে দেব"। সেই অনুযায়ী শিলিগুড়ি মহকুমা ক্রীড়া পরিষদ, জলপাইগুড়ি জেলা ক্রীড়া সংস্থা ও দক্ষিণ দিনাজপুর জেলা ক্রীড়া সংস্থার কাছে সিএবি-র চিঠি পৌঁছে গিয়েছে।

জানা গিয়েছে, শিলিগুড়ি মহকুমা ক্রীড়া পরিষদে সিএবি-র চিঠি আসায় দুই লিগ স্থগিত রাখার সিদ্ধান্ত জলপাইগুড়ি জেলা ক্রীড়া সংস্থার সচিব কুমার দত্ত জানিয়েছেন, "সিএবি-র নির্দেশ অনুসারে জলপাইগুড়ি জেলা ক্রীড়া সংস্থা ফুটবল, ক্রিকেট সহ সব রকম খেলা স্থগিত রাখার সিদ্ধান্ত নিয়েছে। ১৫ জানুয়ারি পর্যন্ত এই আদেশ বলবৎ থাকবে। পরিস্থিতি পর্যালোচনা করে খেলার বিষয়ে সিদ্ধান্ত নেওয়া হবে"।

যদিও পরিষদের দুই ক্রিকেট লিগই ৫ জানুয়ারি পর্যন্ত সমস্তরকম সতর্কতা মেনে করা হয়েছিল। কাঞ্চনজঙ্ঘা ক্রীড়াঙ্গনে ফেসিন গেটের সামনে " নো মাস্ক, নো এন্ট্রি"-র বোর্ড লাগানোর সঙ্গে দুই দলের ক্রিকেটার, আম্পায়ার, স্কয়ার, দর্শকদের যাতায়াতের জন্য একমাত্র ফেসিন গেটই খুলে রাখা হয়েছে। মাঠের ভিতরে ক্রিকেটার, আম্পায়ার, স্কোরার, আউন্ডসম্যানদেরই শুধু যেতে দেওয়া হচ্ছে। মার্চ শুরু ও শেষের পর ক্রিক্টেরনের স্যানিটাইজার দেওয়া হচ্ছে।

তবে এর থেকে একদম উল্টো চিত্র দেখা যাচ্ছিল জলপাইগুড়ি জেলা ক্রীড়া সংস্থার প্রথম ডিভিশন ক্রিকেট লিগে। খেলোয়াড় সহ দর্শকদের একটি বড় অংশের মুখে মাস্ক নেই। সংস্থার সচিব কুমার দত্ত এবিষয়ে জানান, আমরা মাস্ক পরে আসার কথা সকলকেই বলেছি। কিন্তু অনেকেই তা মানছেন না। এটা খুব দুর্ভাগ্যজনক।

শিলিগুড়ি ও জলপাইগুড়ি ছাড়াও দক্ষিণ দিনাজপুর জেলা ক্রীড়া সংস্থার সচিব অমিতাভ ঘোস জানান, এতদিন সব ম্যাচই করোনা সতর্কতা মেনেই করা হয়েছে, মাঠে স্যানিটাইজার, মাস্ক পর্যাপ্ত পরিমাণে ছিল। প্রতিটি দলের রিজার্ভ খেলোয়াড়রা মাঠে মাস্ক পরে থাকতেন। স্কোরারদের টেবিলেও স্যানিটাইজার রাখা ছিল। করোনা পরিস্থিতি স্বাভাবিক হলে ক্রিকেটাররা ফের মাঠে নামবেন। উত্তর দিনাজপুর জেলা ক্রীড়া সংস্থার সচিব সুদীপ বিশ্বাস জানিয়েছেন, সিএবি-র সার্কুলার মেনে তারা লিগ স্থগিত রেখেছে। লিগে অংশগ্রহণকারী দলগুলিকেও সেই নির্দেশিকা জানিয়ে দেওয়া হয়েছে।

কোচবিহার ট্রফি স্থগিত করে দিল ভারতীয় বোর্ড

পুনে: দেশে করোনা পরিস্থিতি আরও খারাপের পথে। কিছুদিন আগেই রঞ্জি ট্রফির পাশাপাশি বেশকিছু টুর্নামেন্ট স্থগিতের কথা ঘোষণা করেছিল ভারতীয় ক্রিকেট বোর্ড। এর মধ্যেই প্রত্যাশামতোই অনূর্ধ্ব-১৯ কোচবিহার ট্রফি স্থগিত করে দিল ভারতীয় ক্রিকেট বোর্ড। ১০ জানুয়ারি বিকেলে একটি বিবৃতি জারি করে সিদ্ধান্তের কথা জানিয়ে দেওয়া হয়।

কোচবিহার ট্রফি প্রতিযোগিতাটি চলছিল পুণেতে, খেলতে গিয়েছিল বাংলা দলও। কোয়ার্টার ফাইনালে জায়গা করে নিয়েছিল বাংলা, মুম্বাই, মহারাষ্ট্র, বিদর্ভ, রাজস্থান, ঝাড়খণ্ড, ছত্তিশগড়, হরিয়ানা। ১০ জানুয়ারি বোর্ডের সচিব জয় শাহ এক বিবৃতিতে লিখেছেন, "বিভিন্ন দলে কোভিড সংক্রমণ বাড়তে থাকায় বর্তমান পরিস্থিতির ও কথা মাথায় রেখে এই প্রতিযোগিতা স্থগিত রাখা হচ্ছে। প্রত্যেকের স্বাস্থ্য এবং নিরাপত্তার স্বার্থে পুণেয় চলতে থাকা এই প্রতিযোগিতা আপাতত বন্ধ রাখা হবে। লিগ পর্বে ২০টি দলে ৯৩টি ম্যাচ আয়োজন করা হয়েছিল। বোর্ডের তরফে পরিস্থিতির উপর নজর রাখা হচ্ছে। অন্য কোনও সময়ে এই প্রতিযোগিতা আয়োজনের চেষ্টা করা হবে"।

জানা গেছে, বিভিন্ন দলের ৩০ জন ক্রিকেটার আক্রান্ত হয়েছেন। তার মধ্যে সব থেকে বেশি মুম্বইয়ের। এ ছাড়া মহারাষ্ট্র, বিদর্ভ, রাজস্থান, ঝাড়খণ্ড, ছত্তীসগড়, হরিয়ানা ও বাংলার ক্রিকেটার রয়েছেন। ক্রিকেটার ছাড়া নজন সাপোর্ট স্টাফ, মাঠকর্মী ও ম্যাচের দায়িত্বে থাকা আধিকারিকরাও আক্রান্ত হয়েছেন। অনূর্ধ্ব-১৯ ক্রিকেটার হওয়ায় তাঁদের টিকা নেওয়া হয়নি। যাঁরা আক্রান্ত হয়েছেন তাঁদের বেশির ভাগের শরীরে কোনও উপসর্গ নেই বলে জানা গিয়েছে। আক্রান্তদের সবাইকে আলদা ভাবে রাখা হয়েছে। উল্লেখ্য, সংক্রমণ বাড়তে থাকায় রঞ্জি ট্রফি, কর্নেল দ্বি সিকে নাইডু ট্রফি, মেয়েদের টি২০ লিগ আগেই স্থগিত করে দিয়েছিল বিসিসিআই।

কোচবিহারে তৈরি হচ্ছে স্পোর্টস সেন্টার অফ এক্সিলেন্স

কোচবিহার: স্পোর্টস সেন্টার অফ এক্সিলেন্স গড়ে তোলা হবে কোচবিহারে। কেন্দ্রীয় ক্রীড়া ও যুব কল্যাণ দফতর ও স্বরাষ্ট্র প্রতিমন্ত্রী নিশীথ প্রামাণিক ৩ জানুয়ারি কোচবিহার প্রেস ক্লাবে দলের জেলা সভাপতি বিধায়ক সুকুমার রায় সহ জেলার অন্যান্য বিজেপি বিধায়কদের সঙ্গে নিয়ে একথা জানান।

কোচবিহারে স্পোর্টস সেন্টার অফ এক্সিলেন্স তৈরি করতে প্রায় ২৫ একর জমি প্রয়োজন। কোচবিহার শহরের কাছাকাছি এলাকায় যাতে এই জমি পাওয়া যায়, তার জন্য ইতিমধ্যে ক্রীড়া মন্ত্রকের পক্ষ থেকে রাজ্য সরকারের কাছে আবেদন জানানো হয়েছে। তিনি উত্তর-পূর্বাঞ্চলের ছেলেমেয়েদের কথা মাথায় রেখে তার এই উদ্যোগের কথা বলেন তবে, এখানে দেশের বিভিন্ন প্রান্ত থেকে খেলোয়াড়রা এসে প্রশিক্ষণ নিতে পারবেন। প্রশিক্ষণ দেওয়ার জন্য নিযুক্ত করা হবে জাতীয় স্তরের প্রশিক্ষকদের। সঙ্গে বলা হয়েছে এখানে অ্যাথলেটিক্স সিন্থেটিকট্র্যাক, ফুটবল গ্রাউন্ড, হকি, বক্সিং, ভলিবল, রেসলিং আর্চারি থেকে শুরু করে সুইমিং পুল সহ সমস্ত রকমের খেলাধুলোর ব্যবস্থা থাকবে। এসবের জন্য এই বিল্ডিংয়ে থাকার জন্য ২০০ থেকে ৫০০ বেডের আয়োজন থাকবে। এসবের সঙ্গে খেলোয়ারদের জন্য রিহ্যাবিলিটেশন সেন্টার ও ফিজিওথেরাপির ব্যবস্থা থাকবে।

রাজবাড়ি স্টেডিয়ামে মার্শাল আর্টে চ্যাম্পিয়ন পশ্চিমবঙ্গ

কোচবিহার: কোচবিহার রাজবাড়ি স্টেডিয়ামে দু'দিন ব্যাপী সেকেন্ড ন্যাশনাল ক্যারাটে চ্যাম্পিয়নশিপ ২ জানুয়ারি রাতে শেষ হয়। নর্থবেঙ্গল মার্শাল আর্টস অব স্পোর্টস ক্যারাটে অ্যাসোসিয়েশনের উদ্যোগে প্রতিযোগিতা শুরু হয়েছিল ১ জানুয়ারি। প্রতিযোগিতায় মার্শাল আর্টের কাতা ও কুমে এই দুই ইভেন্টেই পশ্চিমবঙ্গ চ্যাম্পিয়ন হয়েছে। কাতায় রানার্স হয়েছে বিহার ও কুমেতে রানার্স হয়েছে রাজস্থান।

এছাড়াও এখানে ক্যারাটে চ্যাম্পিয়নশিপে একটি চ্যালেঞ্জ কাপ প্রতিযোগিতা হয়। সেখানেও প্রতিযোগিতায় বিগ ট্রফি জিতে নেন পশ্চিমবঙ্গের খেলোয়াড়রা।

লক্ষ্মী সরখেল ও গায়েত্রী সরখেল ট্রফিতে চ্যাম্পিয়ন এইট স্টার

মেখলিগঞ্জ: নৃপেন্দ্রনারায়ণ মেমোরিয়াল ক্লাব সংলগ্ন মাঠে আয়োজিত লক্ষ্মী সরখেল ও গায়েত্রী সরখেল ট্রফি দুইদিনের ৮ দলীয় ক্রিকেট টুর্নামেন্টে চ্যাম্পিয়ন হল এইট স্টার। ১২ জানুয়ারি ফাইনালে এইট স্টার ৪ রানে মদনমোহনবাড়ি কালচারাল ক্লাবকে হারিয়েছে। এদিনের ম্যাচে প্রথমে ব্যাটিং করে এইট স্টার ৮ ওভারে বিনা উইকেটে ১১২ রান তোলে। জবাবে মদনমোহনবাড়ি ৮ ওভারে ৫ উইকেটে ১০৮ রানে আটকে যানা। ফাইনাল ও প্রতিযোগিতার সেরা বাণি রায় ৬৫ রান করেন। প্রতীক রায় ২ উইকেট নেন।

টুর্নামেন্টের প্রথম সেমিফাইনালে মদনমোহনবাড়ি ১৫ রানে কালীপাড়া কালচারাল ক্লাবের বিরুদ্ধে জিতেছে। প্রথমে মদনমোহনবাড়ি ৮ ওভারে ২ উইকেটে ১১৩ রান তোলে। আকাশদীপ ভৌমিক ৫২ রান করেন। জয়দেব বর্মন ২ উইকেট নেন। জবাবে কালীপাড়া ৮ ওভারে ৫ উইকেটে ১৮ রানে আটকে যায়। প্রশান্ত রায় ২৮ রান করেন। ম্যাচে সেরা বিবেক সরখেল ৩ উইকেট পেয়েছেন।

দ্বিতীয় সেমিফাইনালে এইট স্টার ৮ রানে সরকারপাড়া ক্লাবকে হারিয়েছে। প্রথমে এইট স্টার ৮ ওভারে ৫ উইকেটে ১০৩ রান তোলে। বিদ্যুৎ হালদার ২৮ রান করেন। বিশ্বপতি দাস ২ উইকেট নেন। জবাবে সরকারপাড়া ৮ ওভারে ৫ উইকেটে ১৫ রানে আটকে যায়। বিশ্বপতি দাস ২৮ রান করেন। মা সেরা ধীরাজ রায় প্রামাণিক ৩ উইকেট পেয়েছেন।

মিলন মোড় গোল্ড কাপ ফুটবলে চ্যাম্পিয়ন দার্জিলিং পুলিশ

শিলিগুড়ি: মধুর মিলন সংঘের রুদ্রলাল অধিকারী, কৃষ্ণাকুমারী ভান্ডারি, তুলসীপ্রসাদ শর্মা, শোভনসিং খেরওয়ার ও দয়ানন্দ দাহাল ট্রফি মিলন মোড় গোল্ড কাপ ফুটবলে চ্যাম্পিয়ন হল দার্জিলিং পুলিশ। ৯ জানুয়ারি ফাইনালে দার্জিলিং পুলিশ ৩-০ গোলে আলিপুরদুয়ারের ডিএসএ ডুয়ার্সকে হারিয়েছে। ফাইনালের সেরা আমন এবং প্রতিযোগিতার সেরা ও সর্বাধিক গোলদাতা ডিএসএ-র হেমরাজ ভুজেল। প্রতিযোগিতার সেরা ডিফেন্ডার দার্জিলিংয়ের দিওয়াস তামাং। সেরা গোলকিপার একই দলের ধীরাজ বিশ্বকর্মা। ফেয়ার প্লে ট্রফি গিয়েছে জর্জিয়ান এফসি-র দখলে। প্রতিযোগিতার চ্যাম্পিয়নদের ট্রফি এবং দুই লাখ টাকা পুরস্কার দেওয়া হয়েছে। রানার্সরা ট্রফির সঙ্গে পেয়েছে এক লাখ টাকা।

স্বত্বাধিকারী, প্রকাশক ও মুদ্রক সন্দীপন পণ্ডিত কর্তৃক ডাওয়াগুড়ি, কলেরপার, জেলাঃ কোচবিহার, পশ্চিমবঙ্গ, ডাক সূচক- ৭৩৬১৫৬ থেকে প্রকাশিত এবং জনবার্তা প্রিন্টিং প্রেস, দক্ষিণ খাগরাবাড়ী, জেলাঃ কোচবিহার, পশ্চিমবঙ্গ, ডাক সূচক- ৭৩৬১০১ থেকে মুদ্রিত। ● সম্পাদকঃ সন্দীপন পণ্ডিত ● Printed, Published and Owned by Sandipan Pandit and Printed at 'Janabarta' Printing Press, Dakshin Khagarbari, District: Cooch Behar, West Bengal, PIN Code: 736101 and Published at Dawaguri, Kolerpar, Dist.: Cooch Behar, West Bengal, PIN Code – 736156 Editor : Sandipan Pandit, Tele-Fax : 0353-2431015 Website : www.purbottar.in, e-mail : contact@purbottar.in RNI No.: 71057/96